



## বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে

এইচএসসি বিএমটি দ্বাদশ শ্রেণির (২য় বর্ষ) ২০২৪ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য

# হিসাব বিজ্ঞান নীতি ও প্রয়োগ-২ সুপার সাজেশন

## শর্ট সিলেবাস

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

৮/সি, আগরগাঁও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা

কোডিড-১৯ পরিস্থিতিতে এইচএসসি (বিএমটি) পরীক্ষা-২০২৪ এর পুনর্বিন্যাসকৃত পাঠ্যসূচি

শিক্ষাক্রমঃ এইচএসসি (বিএমটি) শ্রেণি: দ্বাদশ বিষয়: হিসাব বিজ্ঞান নীতি ও প্রয়োগ -২ বিষয় কোড- ২১৮২৫

তত্ত্বাবধি: খাঃমঃ ৩০ চৃঃ মঃ ৪৫ ব্যাবহারিকঃ খাঃমঃ ১২ চৃঃ মঃ ১৩

অধ্যায় ও শিরোনাম	বিষয়বস্তু (পাঠ ও পাঠের শিরোনাম)	প্রিয়ত সংখ্যা (তত্ত্বাবধি)
প্রথম অধ্যায় প্রাপ্ত সমূহের হিসাবরক্ষন	<ul style="list-style-type: none"> <li>প্রাপ্ত সমূহ ও এর প্রকরণেন;</li> <li>প্রাপ্ত হিসাবের মূল্যায়ন;</li> <li>সরাসরি অবলোগন ও ভাতা পদ্ধতিতে অনাদায়ী পাওনার হিসাবরক্ষণ।</li> </ul>	০৮
তৃতীয় অধ্যায় অংশীদারি ব্যবসায়ের হিসাব	<ul style="list-style-type: none"> <li>অংশীদারি ব্যবসায়ের ধারণা ও এর বৈশিষ্ট্য;</li> <li>অংশীদারি ব্যবসায়ের উপানসমূহ;</li> <li>চুক্তির অনুপস্থিতে অংশীদারি ব্যবসায়ের হিসাবরক্ষণের নিয়মাবলী;</li> <li>অংশীদারি ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতি আবর্তন হিসাব;</li> <li>স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল পদ্ধতিতে অংশীদারের মূলধন হিসাব প্রস্তুতকরণ;</li> <li>অংশীদারের চলতি হিসাব প্রস্তুতকরণ।</li> </ul>	০৭
চতুর্থ অধ্যায় যোথমূলধনী কোম্পানির মূলধন	<ul style="list-style-type: none"> <li>যোথমূলধনী কোম্পানির সংজ্ঞা।</li> <li>যোথমূলধনী কোম্পানির বৈশিষ্ট্য।</li> <li>শেয়ার।</li> <li>সমহার, অধিহার ও অবহারে শেয়ার ইস্যু।</li> </ul>	০৮
পঞ্চম অধ্যায় যোথমূলধনী কোম্পানির আর্থিক বিবরণী	<ul style="list-style-type: none"> <li>যোথমূলধনী কোম্পানির আর্থিক বিবরণী - কোম্পানির বিশদ আয় বিবরণী।</li> <li>কোম্পানির মালিকানাধৰ বিবরণী।</li> <li>কোম্পানির আর্থিক অবহার বিবরণী।</li> <li>প্রয়োজনীয় সমষ্টি সাধন করে কোম্পানির আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ।</li> </ul>	০৯
ষষ্ঠম অধ্যায় মজুরি ও বেতন	<ul style="list-style-type: none"> <li>মজুরি ও বেতনের সংজ্ঞা।</li> <li>মজুরি ও বেতনের উপাদান।</li> <li>মজুরি ও বেতন বিবরণী প্রস্তুতকরণ।</li> </ul>	০৫
	মোট ছাসের সংখ্যা	৩৩ প্রিয়ত

### তত্ত্বাবধি চূড়ান্ত মূল্যায়নের মানবন্টনঃ

সময়ঃ ৩ ঘণ্টা		পূর্ণাঙ্গঃ ৪৫	
ক - বিভাগ	৭টি তত্ত্বাবধি প্রশ্ন হতে যে কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে	৩ × ৪	১২
খ - বিভাগ	৫টি প্রায়োগিক সমস্যা হতে যে কোনো ৩টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে	৩ × ৩	১১
গ - বিভাগ	কোম্পানির আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ (আবশ্যিক)	১২ × ১	১২
		মোটঃ	৪৫

এই সাজেশনটি “HSC BMT/এইচএসসি বিএমটি” ইউটিউ চ্যানেল ব্যতীত অন্য কোন চ্যানেল বা পেইজ থেকে নিলে আপনি প্রতারিত হতে পারেন।

## ১। প্রাপ্য হিসাব বলতে কী বুঝা?

উত্তর: প্রাপ্য শব্দ দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে পাওনার পরিমাণকে বুঝায়। এটি সাধারণত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ধারে পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। এসব প্রাপ্য হিসাব ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কার্যাবলির কারণেই হয়ে থাকে। এর দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট দারীকে বুঝায় যা পরবর্তী যে কোনো সময় নগদে আদায় করা হবে। প্রাপ্য হিসাবকে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের তরল সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়। অবশেষে বলা যায় যে, ধারে পণ্য বা সেবা বিক্রয় বা সরবরাহের জন্য ক্রেতা যখন বিক্রেতাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পরিশোধের জন্য যে মৌখিক প্রতিশ্রুতি দেয়, তখন তাকে প্রাপ্য হিসাব বলে।

## ২। প্রাপ্য হিসাবসমূহের প্রকারভেদ আলোচনা কর।

উত্তর: প্রাপ্য হিসাবের প্রকারভেদ: প্রাপ্যসমূহ হলো কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রাপ্য অর্থ যা সচরাচর ধারে পণ্য বিক্রয় বা সেবা প্রদানের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। এ প্রাপ্য হিসাব সাধারণত প্রতিষ্ঠানের চলতি হিসাব বা চলতি সম্পত্তি। এ সমস্ত চলতি সম্পদ থেকে সাধারণত এক বছর বা তার কম সময়ের মধ্যে নগদ টাকা পাওয়া যাবে বলে ধারণা করা হয়। প্রাপ্য হিসাবকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

১. প্রাপ্য হিসাব

২. প্রাপ্য নোট

৩. অন্যান্য প্রাপ্য হিসাব

১। প্রাপ্য হিসাব: প্রাপ্য হিসাব হলো ধারে পণ্য বিক্রয় বা সেবা প্রদানের প্রক্রিতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রাপ্য অর্থ। এ ধরণের প্রাপ্য হিসাবের আদায় মেয়াদ বিভিন্ন মেয়াদী হয়ে থাকে। প্রাপ্য হিসাব এর টাকা সাধারণত ৩০ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় করা যাবে বলে ধরে নেয়া হয়।

২। প্রাপ্য নোট: সাধারণত ধারে পণ্য বিক্রয় বা সেবাপ্রদানের মাধ্যমে প্রাপ্য হিসাবের সৃষ্টি হয়। এ সমস্ত প্রাপ্য হিসাবের বিপরীতে পাওনা টাকা পরিশোধের জন্য আনুষ্ঠানিক লিখিত প্রতিশ্রুতিকে প্রাপ্য নোট বলে। প্রাপ্য নোটের আদায় মেয়াদ ৩০ দিন থেকে ৯০ দিন বা তদুর্ধি সময়ের জন্য হয়ে থাকে। প্রাপ্য নোটের ধারক মেয়াদ পূর্তির পূর্বে প্রয়োজন হলে ব্যাংক থেকে প্রাপ্য নোট বাট্টাকরণের মাধ্যমে নগদ টাকা সংগ্রহ করতে পারে।

৩। অন্যান্য প্রাপ্য হিসাব: অন্যান্য প্রাপ্যসমূহের মধ্যে সকল প্রকার অকারবারি প্রাপ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে। যেমন : প্রাপ্য সুদ, প্রাপ্য কমিশন, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণকে প্রদত্ত খণ্ড, কর্মচারীগণকে প্রদত্ত অগ্রিম ইত্যাদি অন্যান্য প্রাপ্য হিসাবের উদাহরণ। এগুলো স্বাভাবিক ব্যবসায়িক কার্যক্রম দ্বারা সৃষ্টি হয় না বলে এদেরকে আলাদা দফা হিসেবে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দেখানো হয়।

৪। প্রাপ্য হিসাব ও প্রাপ্য নোটের মধ্যে পার্থক্য নেথে।

নিচে প্রাপ্য হিসাব ও প্রাপ্য নোটের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করা হলো:

পার্থক্যের বিষয়	প্রাপ্য হিসাব	প্রাপ্য নোট
১। সংজ্ঞাগত পার্থক্য	ধারে বা বাকিতে পণ্য বা সেবা প্রদান করার ফলে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে যে পরিমাণ নগদ প্রাপ্য হয় তাকে প্রাপ্য হিসাব বলা হয়।	অপরদিকে, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রাপ্য অর্থ বা লিখিত অঙ্গীকারপত্রের মাধ্যমে নির্দিষ্ট অর্থ ভবিষ্যতে কোন নির্দিষ্ট তারিখে পরিশোধ করা হবে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি থাকলে তাকে প্রাপ্য নোট বলা হয়।
২। মেয়াদগত পার্থক্য	প্রাপ্য হিসাব সাধারণত স্বল্পমেয়াদি। এর সময়কাল বা মেয়াদকাল ১মাস থেকে ১বছরের মধ্যে।	প্রাপ্য নোট স্বল্পমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদী উভয় ধরণের হতে পারে।
৩। বাট্টাকরণ	একে সাধারণত ফ্যাক্টরিং বলা হয়।	বাট্টাকরণ করে স্বল্পমেয়াদী অর্থ সংস্থান করা যায়।
৪। সুদগত পার্থক্য	প্রাপ্য হিসাবে সুদ থাকে না।	প্রাপ্য নোটে সুদ থাকে।
৫। আইনগত বা নিশ্চয়তার ভিত্তি	প্রাপ্য হিসাবে আইনগত বা নিশ্চয়তার ভিত্তি নেই।	প্রাপ্য নোটে আইনগত বা নিশ্চয়তার ভিত্তি বিদ্যমান রয়েছে।
৬। উদ্দেশ্যগত পার্থক্য	প্রাপ্য হিসাবের মূল উদ্দেশ্য বিক্রয় বৃদ্ধি করা।	প্রাপ্য নোটের মূল উদ্দেশ্য হলো বিক্রয় বৃদ্ধির সাথে সাথে স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগ।

উপরোক্তভাবে আমরা প্রাপ্য হিসাব ও প্রাপ্য নোটের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করতে পারি।

৪। অনাদায়ী পাওনা কাকে বলে? অনাদায়ী পাওনা কিভাবে হিসাবভুক্ত করা হয়?

উত্তরঃ অনাদায়ী পাওনা: বিক্রেতা বা পাওনাদার কোন পাওনা আদায়ের ব্যাপারে সম্ভাব্য সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা সত্ত্বেও চূড়ান্ত ভাবে ব্যর্থ হলে এ পাওনাকে অনাদায়ী পাওনা বা কুখণ্ড বলে। দেনাদারের মৃত্যু, তার আর্থিক অসচ্ছলতা দেউলিয়াত্ব, দেনা পরিশোধে অনগ্রহ ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে পাওনা অনাদায়ী হতে পারে।

অনাদায়ী পাওনা হিসাবভুক্ত করণঃ ইহা হিসাবভুক্ত করার দুটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে। যথাঃ

১. সরাসরি অবলোপন পদ্ধতি

২. ভাতা বা ভবিষ্যত ব্যবস্থা পদ্ধতি

১. সরাসরি অবলোপন পদ্ধতিঃ এ পদ্ধতিতে যখন দেনাদারের নিকট থেকে টাকা আদায় করা যাবে না বলে নিশ্চিত হওয়া যায়, তখন উক্ত দেনাদারের প্রাপ্য হিসাবকে ক্ষতি হিসাবে স্থাকার করে উক্ত ক্ষতি কুঞ্চ বা অনাদায়ী দেনা খরচ নামে হিসাবভুক্ত করা হয়।

২. ভাতা বা ভবিষ্যত ব্যবস্থা পদ্ধতিঃ এ পদ্ধতিতে প্রত্যেক বছর শেষে অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ অনুমান করা হয় এবং খরচ হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। এর ফলে আয় ও ব্যয়ের হিসাব সঠিক মিলকরণ সম্ভব হয় এবং উত্তৃপত্রে বিবিধ দেনাদার (প্রাপ্য হিসাব) হতে উক্ত ভাতা বাদ দিয়ে দেখানো হয়। ফলে বিবিধ দেনাদার প্রকৃত নগদ আদায় মূল্যে প্রদর্শিত হয়। এ পদ্ধতিতে অনাদায়ী পাওনা অনুমান ও লিপিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে তিনটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

৫। অনাদায়ী পাওনা সংঘিতি কাকে বলে?

উত্তরঃ অনাদায়ী পাওনা সংঘিতঃ সাধারণভাবে বলা যায়, বিবিধ দেনাদারের নিকট পাওনার যে অংশ আদায় সম্পর্কে সন্দেহ থাকে তাকে সন্দেহজনক পাওনা বলে। সন্দেহজনক পাওনার ক্ষতিপূরণের জন্য যে সংঘিতির ব্যবস্থা রাখা হয় তাকে অনাদায়ী পাওনা সংঘিত বলে। বিশেষভাবে বলা যায় ভবিষ্যতে অনাদায়ী পাওনা জনিত ক্ষতি পূরণের জন্য মুনাফার যে অংশ আলাদাভাবে রাখা হয় তাকে অনাদায়ী পাওনা সংঘিত বলে। ক্রেতার আর্থিক

অসচ্ছলতা, দেউলিয়াতু, মৃত্যু, দেশ ত্যাগ ইত্যাদি কারণে সর্বশেষ চেষ্টা করা সত্ত্বেও অনেক সময় ক্রেতার নিকট থেকে সম্পূর্ণ প্রাপ্য অর্থ আদায় করা সম্ভব হয় না। তখন মালিকপক্ষ উক্ত অর্থকে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

৬। অনাদায়ী পাওনা ও অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির মধ্যে পার্থক্য লেখ।

নিচে অনাদায়ী পাওনা ও অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করা হলো:

পার্থক্যের বিষয়	অনাদায়ী পাওনা	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি
১। সংজ্ঞাগত পার্থক্য	অনাদায়ী পাওনা আদায়ের চূড়ান্ত চেষ্টার পরও প্রাপ্য হিসাব হতে যে পরিমাণ অর্থ আদায় করা যায় না তাকে অনাদায়ী পাওনা বলে।	ভবিষ্যতে অনাদায়ী পাওনার ক্ষতি মোকাবিলা করার জন্য পূর্ব থেকে যে সঞ্চিতির ব্যবস্থা করা হয় তাকে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি বলা হয়।
২। স্বীকৃতিগত পার্থক্য	অনাদায়ী পাওনা কারবারের একটি নিশ্চিত ক্ষতি।	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি কারবারের সম্ভব্য ক্ষতির বিপক্ষে একটি আগাম ব্যবস্থা। এটি ভবিষ্যতে আদায় হতেও পারে আবার নাও হতে পারে।
৩। রেওয়ামিলে প্রদর্শন	অনাদায়ী পাওনা রেওয়ামিলে ডেবিট জের কলামে দেখানো হয়।	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি রেওয়ামিলে ক্রেডিট জের কলামে দেখানো হয়।
৪। হিসাবের জেরগত পার্থক্য	অনাদায়ী পাওনা হিসাবের জের চলতি বছরেই বন্ধ করা হয়।	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির জের পরবর্তী বছরে স্থানান্তর করা হয়।
৫। উদ্বৃত্তপত্রে প্রদর্শন	অনাদায়ী পাওনা ক্ষতি বিধায় উদ্বৃত্তপত্রে প্রদর্শিত হয় না।	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি উদ্বৃত্তপত্রে দেনাদার হতে বাদ দিয়ে দেখানো হয়।
৬। প্রভাবগত পার্থক্য	এর ফলে দেনাদারের নিকট প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ হ্রাস পায়।	এর ফলে দেনাদারের পরিমাণ হ্রাস পায় না, কুরুণ সঞ্চিতি বৃদ্ধি পায়।

উপরোক্তভাবে আমরা অনাদায়ী পাওনা ও অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করতে পারি।

৭। অংশীদারি ব্যবসায় কাকে বলে? অংশীদারি ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ।

উত্তর: অংশীদারি ব্যবসায়ঃ একের অধিক ব্যক্তি মূলাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যে ব্যবসায় গঠন করা যায়, তাকে অংশীদারি ব্যবসায় বলে।

১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের ৪ ধারায় বলা হয়েছে যে, সকলের দ্বারা বা সকলের পক্ষে একজনের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়ের মুনাফা নিজেদের মধ্যে বন্টনের নিমিত্তে একাধিক ব্যক্তির মধ্যে যে চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের সৃষ্টি করে তাদের প্রত্যেককে অংশীদার এবং সম্প্রতিভাবে তাদের ব্যবসায়কে অংশীদারি ব্যবসায় বলা হয়।

এল এইচ হ্যানীর মতে, “মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগোর সম্পর্ক থেকে যে ব্যবসায় গঠিত ও পরিচালিত হয়, তাকে অংশীদারি ব্যবসায় বলা হয়।”

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, সাধারণ ব্যবসার ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ জন এবং সর্বোচ্চ ২০ জন ব্যাংক ব্যবসার ক্ষেত্রে ২-১০ জন ব্যক্তি সেচ্ছায় মিলিত হয়ে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের মাধ্যমে আইনসম্মত উপায়ে নিজেদের মূলধন শৰ্ম ও মেধা বিনিয়োগ করে যে বৈধ কারবার গঠন করে তাকে অংশীদারি কারবার বলে।

নিচে অংশীদারি ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো:

১. সদস্য সংখ্যা: অংশীদারি ব্যবসায়ের সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ২ জন থেকে সর্বোচ্চ ২০ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ব্যাংক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সদস্য সংখ্যা ২ থেকে ১০ জন হয়।

২. চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক: চুক্তি হলো অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি। চুক্তির মাধ্যমে অংশীদারি ব্যবসায়ের সৃষ্টি হয়। অংশীদারি চুক্তি মৌখিক, নিখিত, নিরবন্ধিত ও অনিবন্ধিত হতে পারে।

৩. পরিচালনায় অংশগ্রহণ: অংশীদারি ব্যবসায় পরিচালনার জন্য সকল অংশীদার অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে সকলের পক্ষে একজন দ্বারা অংশীদারি ব্যবসায় পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

৪. মূলধন সরবরাহ: চুক্তি অনুসারে অংশীদারগণ নিজ নিজ অংশের অনুপাতে ব্যবসায় শুরুর সময় বা পরবর্তীতে মূলধন সরবরাহ করে। চুক্তিতে উল্লেখ থাকলে মূলধন ছাড়াও অংশীদার হওয়া যায়।

৫. লাভ লোকসান বন্টন: এরূপ ব্যবসায়ে অর্জিত লাভ বা লোকসান ঘটলে সকল অংশীদারদের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করা হয়। আর চুক্তিতে যদি কিছু উল্লেখ থাকে তবে চুক্তি অনুসারে লাভ বা লোকসান বন্টন হবে।

৬. বিলোপসাধন: অংশীদারদের মধ্যে অনস্থা-অবিশ্বাস ও বিরোধ দেখা দিলে অংশীদারি ব্যবসায় বিলোপসাধন হয়।

৮। “চুক্তিই অংশীদারি কারবারের মূল ভিত্তি”- ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ অংশীদারি ব্যবসায়ের অংশীদারগণ ব্যবসায়ে নাম, ঠিকানা, কার্যালয়, লাভ-লোকসান বন্টন, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে চুক্তির মাধ্যমে স্থির করে উক্ত চুক্তির বিষয়বস্তু সংবলিত যে দলিল লিখিতভাবে প্রস্তুত করা হয় তাকে অংশীদারি চুক্তিপত্র বলে।

চুক্তিই অংশীদারি কারবারের মূলভিত্তি। চুক্তি ছাড়া অংশীদারি কারবারের গঠন করা যায় না। চুক্তিতেই অংশীদারি কারবারের যাবতীয় বিষয়াবলি উল্লেখ করা হয়ে থাকে। চুক্তি সাধারণত লিখিত ও মৌখিক হতে থাকে। এই চুক্তির মাধ্যমেই অংশীদারগণের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক নির্ধারিত হয়ে থাকে।

অংশীদারি আইনে চুক্তির যে অবস্থান এবং সংগঠন পরিচালনায় চুক্তির গুরুত্ব ও তাৎপর্য হতে জোরালোভাবে বলা যায় চুক্তিই অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি এবং উদ্যোগাদের মধ্যে চুক্তি থেকেই অংশীদারি ব্যবসায়ের জন্য। কেবলমাত্র মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে কতিপয় ব্যক্তির মিলিত সংগঠনকে অংশীদারি সংগঠন বলা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে কোনো চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের সৃষ্টি না হবে। একটি অংশীদারি কারবারের নির্মাণে সর্বত্রই চুক্তিপত্রে আবেদন করা যায় না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে পরিশেষে আমরা বলতে পারি, “চুক্তিই অংশীদারি কারবারের মূল ভিত্তি।

৯। অংশীদারদের উভেলন কী? কোন কোন পরিস্থিতিতে উভেলনের উপর সুন্দরতা হয়?

উত্তরঃ অংশীদারি আইন অনুসারে এবং চুক্তির শর্তানুযায়ী অংশীদারগণ প্রত্যেকে প্রতি আর্থিক বছরে ব্যবসায় হতে যে নির্দিষ্টপরিমাণ নগদ অর্থ বা পণ্যদ্রব্য অথবা উভয় প্রকারে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উঠিয়ে নেয়, তাকে উভেলন বলা হয়।

প্রসঙ্গত উভোলন বলতে মূলধন উভোলনকে বুঝায় না। চলতি আর্থিক বছরের সম্ভাব্য মুনাফার একটি অংশ অনুমানের উপর ভিত্তি করে প্রত্যেক অংশীদার অগ্রিম গ্রহণ করে মাত্র, প্রতি বছর অংশীদারগণ প্রত্যেকে ব্যবসায় হতে কী পরিমাণ নগদ অর্থ ও পণ্যদ্রব্য ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য উভোলন করতে পারবে তা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তক্রমে নির্ধারিত হয়। বিষয়টি চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে পারে। ফলে অংশীদারেরা যথেচ্ছাভাবে উভোলন করতে পারে না।

অংশীদারি চুক্তিতে উল্লেখ থাকলে অংশীদারগণের উভোলনের উপর সুদ ধার্য করা হয়। চুক্তিতে উল্লেখ না থাকলে উভোলনের উপর সুদ ধরা হয় না। এমনকি মূলধনের উপর সুদ ধরার বিধান থাকলেও অনেক সময় উভোলনের উপর সুদ ধরার বিধান থাকে না। তবে অনেক সময় অংশীদারগণের পারস্পরিক স্বার্থের সমতা রক্ষার্থে চুক্তি মোতাবেক নিম্নলিখিত দুটি ক্ষেত্রে উভোলনের উপর সুদ ধরার ব্যবস্থা থাকতে পারেঃ

(ক) অংশীদারগণের মুনাফার হার ও মূলধনের পরিমাণ সমান কিন্তু উভোলনের পরিমাণ অসমান থাকলে উভোলনের উপর সুদ ধার্য করা যায় এবং

(খ) অংশীদারগণ ভিন্ন ভিন্ন তারিখে উভোলন করে থাকলে উভোলনের উপর সুদ ধার্য করা যায়।

১০। অংশীদারদের চলতি হিসাব কাকে বলে? অংশীদারদের মূলধন হিসাব ও চলতি হিসাব পৃথক রাখার উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।

উত্তরঃ স্থিতিশীল মূলধন পদ্ধতিতে যে হিসাব সংশ্লিষ্ট অংশীদারের যাবতীয় দেনাপাওনা যেমন- মূলধনের সুদ, অংশীদারের বেতন, উভোলন, উভোলনের সুদ ইত্যাদি ডেবিট ও ক্রেডিট করা হয় তাকে চলতি হিসাব বলে। এ হিসাবে সাধারণত ক্রেডিট ব্যালেন্স হয়, আবার কখনও ডেবিট ব্যালেন্সও হতে পারে। অংশীদারদের নামে রক্ষিত পৃথক চলতি হিসাবের ডেবিট বা ক্রেডিট ব্যালেন্স বছরের শেষে উদ্বৃত্তপত্রের যথাক্রমে সম্পত্তি বা দায়ের দিকে দেখানো হয়। অর্থাৎ মূলধন হিসাবে স্থানান্তরিত হয় না।

উত্তরঃ অংশীদারদের মূলধন হিসাব ও চলতি হিসাব এক নয়। এ দুয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়ঃ

পার্থক্যের বিষয়	অংশীদারদের মূলধন হিসাব	অংশীদারদের চলতি হিসাব
১. সংজ্ঞা	অংশীদারগণ কর্তৃক মূলধন স্বরূপ সরবরাহকৃত অর্থ যে হিসাবের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয় তাকে মূলধন হিসাব বলে।	কারবারের নিকট মূলধন ব্যতীত অংশীদারদের যাবতীয় দেনা-পাওনা যে হিসাব সংরক্ষণ করা হয় তাকে অংশীদারদের চলতি হিসাব বল।
২. প্রকৃতি	অংশীদারী চুক্তি অনুসারে এটি একটি স্থায়ী হিসাব।	স্থিতিশীল মূলধন পদ্ধতিতে অংশীদারদের চলতি দেনা-পাওনা সমূহ হিসাবভূক্ত করার জন্য এ হিসাব খোলা হয়।
৩. প্রকারভেদ	অংশীদারী মূলধন হিসাব পরিবর্তনশীল ও স্থিতিশীল উভয় প্রকার হতে পারে।	অংশীদারদের চলতি হিসাবে কোন প্রকারভেদ নেই।
৪. উদ্বৃত্ত	স্থায়ী মূলধনে সর্বদা ক্রেডিট উদ্বৃত্ত থাকে কিন্তু পরিবর্তনশীল মূলধনে ডেবিট বা ক্রেডিট উদ্বৃত্ত প্রকাশ করতে পারে।	চলতি হিসাবে ডেবিট বা ক্রেডিট উদ্বৃত্ত প্রকাশ করতে পারে।

উপরোক্তভাবে আমরা অংশীদারদের মূলধন হিসাব ও চলতি হিসাবের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করতে পারি।

১১। চুক্তির অবর্তমানে/অনুপস্থিতে অংশীদারি ব্যবসায়ের হিসাবরক্ষণের নিয়মাবলী আলোচনা কর।

উত্তরঃ অংশীদারগণের অধিকার ও দায়দায়িত্ব সংক্রান্ত কোন বিষয়ে অংশীদার চুক্তি ও দালিলে উল্লেখ না থাকলে এবং সে বিষয়ে মতের অমিল দেখা দিলে সমস্যা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অংশীদারি আইনের বিধান প্রযোজ্য হবে। এরূপ কয়েকটি বিধান নিচে তুলে ধরা হলোঃ

- ১। অংশীদারগণের মধ্যে লাভ-লোকসান সমহারে বন্টন হবে।
- ২। মূলধন ও উভোলনের উপর কোন সুদ ধরা হবে না।
- ৩। অংশীদারগণ সমপরিমাণ মূলধনসরবরাহ করবে।
- ৪। সকল অংশীদার সমপরিমাণ উভোলন করতে পারবে।
- ৫। সম্পত্তি উদ্বারের জন্য মামলা করতে হবে।
- ৬। ব্যবসায়ের দায়-দেনার জন্য সদস্যগণ যৌথভাবে ও একভাবে দায়বদ্ধ হবে।
- ৭। সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবসায়ের বিলোপ ঘটাতে হবে।
- ৮। ব্যবসায়ের কেন্দ্রীয় বা প্রধান অফিসে হিসাবপত্র ও দলিলপত্র সংরক্ষিত থাকবে।
- ৯। অংশীদার কর্তৃক ব্যবসায়ে প্রদত্ত খনের উপর ৬% হারে সুদ পাবে।
- ১০। দেউলিয়া অংশীদারদের সম্মতি হতে পাওনা আদায় করতে হবে ইত্যাদি।

১২। স্থিতিশীল মূলধন পদ্ধতি ও পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।

নিচে স্থিতিশীল মূলধন পদ্ধতি ও পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করা হলো:-

পার্থক্যের বিষয়	স্থিতিশীল বা স্থায়ী মূলধন পদ্ধতি	পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতি
১. সংজ্ঞা	যে মূলধন অংশীদারদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট দেনা পাওনার দ্বারা হাস-বৃদ্ধি পায় তাকে পরিবর্তনশীল মূলধন বলে।	যে মূলধন অংশীদারদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট দেনা পাওনার দ্বারা হাস-বৃদ্ধি পায় না তাকে পরিবর্তনশীল মূলধন বলে।
২. লেনদেনের হিসাবভুক্তকরণ	এ হিসাবে অংশীদারদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল লেনদেন হিসাবভুক্ত করা হয়।	এ হিসাবে অংশীদারদের মূলধন ও অতিরিক্ত মূলধন ব্যতীত অংশীদারদের প্রাপ্ত ও প্রদেয় অন্য কোন লেনদেন হিসাবভুক্ত করা হয় না।
৩. অবস্থান	এ পদ্ধতিতে মূলধন হিসাব প্রস্তুত করা তুলনামূলক জটিল।	এ পদ্ধতিতে মূলধন হিসাব প্রস্তুত করা তুলনামূলক সহজ।
৪. হিসাবরক্ষণ	এ পদ্ধতিতে অংশীদারদের নামে মূলধন হিসাব সংরক্ষণ করা হয়।	এ পদ্ধতিতে অংশীদারদের নামে মূলধন হিসাব এবং চলতি সংরক্ষণ করা হয়।
৫. হিসাবের উদ্বৃত্ত	এ হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট উভয় প্রকার উদ্বৃত্ত হতে পারে। এ হিসাবের ডেবিট উদ্বৃত্ত দ্বারা ব্যবসায়ের নিকট দেনা বুঝায় এবং ক্রেডিট উদ্বৃত্ত দ্বারা ব্যবসায়ের নিকট দেনা বুঝায়।	এ হিসাবের সর্বদা ক্রেডিট উদ্বৃত্ত প্রকাশ করে। এ হিসাবের ক্রেডিট উদ্বৃত্ত দ্বারা ব্যবসায়ের নিকট অংশীদারদের পাওনা বুঝায়।

উপরোক্তভাবে আমরা স্থিতিশীল মূলধন পদ্ধতি ও পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করতে

১৩। যৌথ মূলধনী কোম্পানি কাকে বলে? যৌথ মূলধনী কোম্পানির বৈশিষ্ট্য লেখ।

উত্তর: যৌথমূলধনী কোম্পানিও যৌথমূলধনী কোম্পানি হলো একটি ব্যবসায় সম্ভা বা প্রতিষ্ঠান যেখানে অংশীদাররা শেয়ার এবং বিভিন্ন প্রকার স্টক ক্রয়ের মাধ্যমে কোম্পানির মালিকানা লাভ করেন। অংশীদারীরা তাদের শেয়ার অবাধে হস্তান্তর করতে পারেন। আধুনিক যুগে যৌথ মূলধন ব্যবসায়ে কর্পোরেশন বলা হয়। নিচে যৌথমূলধনী কোম্পানির কয়েকটি প্রামাণ্য সংজ্ঞা তুলে ধরা হলোঃ-

জন মার্শালের মতে, “যৌথমূলধনী কোম্পানি হলো এমন একটি কৃত্রিম ব্যক্তিসম্পত্তি, যা অদৃশ্য, অস্পৃশ্য অথবা আইনের মধ্যে টিকে থাকে।”

অধ্যাপক ওয়াই.কে ভূষণ-এর মতে, “কোম্পানি বলতে আইন স্বীকৃত এমন একটি কৃত্রিম ব্যক্তিসম্পত্তিকে বুঝায়, যার একটা নাম, একটা সিলমোহর, ও যৌথমূলধন থাকে এবং যা সীমিত দায়বদ্ধ ও হস্তান্তরযোগ্য নির্দিষ্ট মূল্যের শেয়ারে বিভক্ত।”

উপরোক্তভাবে আমরা যৌথমূলধনী কোম্পানির সংজ্ঞা আলোচনা করতে পারি।

যৌথমূলধনী কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে তুলে ধরা হলোঃ

১। স্বেচ্ছামূলক সংগঠনঃ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় অনেক লোক সংগঠিত হয়ে যৌথ মূলধনী কোম্পানি গঠন করে। কোম্পানির সদস্য হওয়া কারও জন্য বাধ্যতামূলক নয়। আবার সদস্যপদ প্রত্যাহারেও কাউকে বাধ্য করা হয় না।

২। চিরন্তন অতিথঃ কোম্পানির চিরস্থায়ী অতিথি বজায় থাকে। কোন কোম্পানির সকল শেয়ার মালিক একযোগে কোন দুর্ঘটনায় মারা গেলেও কোম্পানির অতিথি বজায় থাকে। তাই যৌথমূলধনী কোম্পানিকে চিরন্তন অতিথি সম্পন্ন কোম্পানি বলা হয়।

৩। আইন সৃষ্টি সংস্থাঃ এটি কোম্পানি আইন কর্তৃক স্বীকৃত একটি স্বত্ত্ব সংস্থা বা কৃত্রিম ব্যক্তিসম্পত্তি। এর মালিক, ব্যক্তি, কর্মচারী বা পাওনাদার ব্যক্তি থেকে কোম্পানির অতিথি আলাদা।

৪। নিবন্ধনঃ যৌথ-মূলধনী কোম্পানি আইন অনুসারে প্রত্যেক কোম্পানিকে রেজিস্টার অব জেনেন্ট স্টক কোম্পানির নিকট নিবন্ধনকৃত হতে হয়।

৫। সদস্য সংখ্যাঃ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সদস্য দুই থেকে পঞ্চাশজন এবং পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির সদস্য সংখ্যা শেয়ারের সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ।

৬। শেয়ার ও খণ্পত্র বিক্রয়ঃ কোম্পানি শেয়ার ও খণ্পত্র বিক্রয় করে মূলধন সংগ্রহ করে।

উপরোক্তভাবে আমরা যৌথমূলধনী কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করতে পারি।

১৪। প্রাইভেট লিঃ ও পাবলিক লিঃ কোম্পানির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

উত্তর: নিচে প্রাইভেট লিঃ ও পাবলিক লিঃ কোম্পানির মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করা হলোঃ-

পার্থক্যের বিষয়	প্রাইভেট লিঃ কোম্পানি	পাবলিক লিঃ কোম্পানি
১। শেয়ার সংখ্যা	নৃন্যতম শেয়ারহোল্ডারের সংখ্যা ২ জন এবং সর্বোচ্চ সংখ্যা ৫০ জন।	নৃন্যতম শেয়ারহোল্ডারের সংখ্যা ৭ জন এবং সর্বোচ্চ সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়।
২। পরিচালক সংখ্যা	নৃন্যতম পরিচালক সংখ্যা ২ জন।	নৃন্যতম পরিচালক সংখ্যা ৩ জন।
৩। কোম্পানী সংখ্যা	সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন থাকলেই কোম্পানী তার কার্যক্রম শুরু করতে পারে।	সার্টিফিকেট অব কমেসেন্ট অব বিজেনেজ প্রাপ্তির পরে কোম্পানী তার কার্যক্রম শুরু করতে পারে।
৪। শেয়ার হস্তান্তর	শেয়ার হস্তান্তর ও ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধ থাকে।	শেয়ার সহজেই হস্তান্তর করা যায়।
৫। বন্ড ও ডিবেঞ্চার	অনুমতি নেই	অনুমতি আছে।

১৫। শেয়ার কী?

শেয়ারঃ কোম্পানি অনুমোদিত মূলধনকে সমান অংশবিশিষ্ট করকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভক্ত করা হয়। মূলধনের প্রতিটি ক্ষুদ্র একককে একেকটি শেয়ার বলে। প্রতিটি শেয়ারের মূল্যমান সমান হয় এবং এর একটি নির্দিষ্ট আংকিক মূল্য থাকে।

শেয়ার এর সর্বজনীন সংজ্ঞা আলোচনা করা হলোঃ-

বিচারপতি জে ফারওয়েল এর ভাষ্য অনুযায়ী, "শেয়ার বলতে টাকার অংককে বোঝায় না, এর দ্বারা টাকার পরিমাপযোগ্য একটি স্বার্থকে বোঝায় যা চুক্তি দ্বারা বিভিন্ন প্রকার অধিকারের সৃষ্টি করতে পারে।"

ওপরে উল্লিখিত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, কোম্পানি সংগঠনের মোট মূলধনকে কতগুলো সমান মূল্যবিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা হলে এর প্রতিটি অংশই এক একটি শেয়ার হিসেবে পরিগণিত হয়।

#### ১৬। সাধারণ শেয়ার ও অগ্রাধিকার শেয়ারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

নিচে সাধারণ শেয়ার ও অগ্রাধিকার শেয়ারের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা হলো:

পার্থক্যের বিষয়	সাধারণ শেয়ার	অগ্রাধিকার শেয়ার
১. সংজ্ঞা	যে প্রকার শেয়ারের মালিকগণের মধ্যে সাধারণ অধিকারের ভিত্তিতে লভ্যাংশ বন্টন করা হয় এবং মূলধন ফেরত দেওয়া হয় তাকে সাধারণ শেয়ার বলে।	পক্ষান্তরে, যে প্রকার শেয়ারের মালিকগণকে অধিকারের ভিত্তিতে লভ্যাংশ বন্টন করা হয় এবং মূলধন ফেরত দেওয়া হয় তাকে অগ্রাধিকার শেয়ার বলে।
২. পরিচালনা	এই প্রকার শেয়ারের মালিকগণ কারবারের পরিচালনা সংক্রান্ত কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে।	পক্ষান্তরে, এই প্রকার শেয়ারের মালিকগণ কারবারের পরিচালনা সংক্রান্ত কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে না।
৩. ভোটাধিকার প্রয়োগ	এই প্রকার শেয়ারের মালিকগণ ভোটদানের ক্ষেত্রে অবাধ অধিকার ভোগ করে থাকে।	পক্ষান্তরে, এই প্রকার শেয়ারের মালিকগণের ভোটাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ।
৪. লভ্যাংশ হার	সাধারণ শেয়ারের জন্য নির্দিষ্ট কোন লভ্যাংশের হার থাকে না।	পক্ষান্তরে, সাধারণ শেয়ারের জন্য নির্দিষ্ট কোন লভ্যাংশের হার থাকে।
৫. ফেরত যোগ্যতা	এ জাতীয় শেয়ার মূল্য সাধারণত ফেরত যোগ্য নয়।	পক্ষান্তরে, এক্ষেত্রে পরিশোধ্য অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারের মূল্য ফেরত দেওয়া হয়ে থাকে।

উপরোক্তভাবে আমরা সাধারণ শেয়ার ও অগ্রাধিকার শেয়ারের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করতে পারি।

#### ১৭। শেয়ার অধিহার কাকে বলে? এটি কীভাবে হিসাবভুক্ত করা হয়?

উত্তর: যৌথমূলধনী কোম্পানির মূলধনকে কতগুলো সমান অংশে বিভক্ত করা হয় যার প্রত্যেকটি অংশকে একেকটি শেয়ার বলে। একটি কোম্পানির প্রতিটি শেয়ার এর মূল্য সমান থাকে। শেয়ার এর মালিককে শেয়ারহোল্ডার বলে। শেয়ার সাধারণত হস্তান্তরযোগ্য।

যৌথমূলধনী কোম্পানি যখন শেয়ারে লিখিত মূল্য বা অভিহিত মূল্যের (facevalue) চেয়ে অধিক মূল্যে শেয়ার জনসাধারণের নিকট বিলি করে তখন তাকে অধিহারে শেয়ার ইস্যু বলে।

শেয়ার অধিহার হিসাবভুক্তকরণ: (ক) যখন শেয়ার অধিহার বা প্রিমিয়ামের টাকা শেয়ার আবেদনের সাথে দেয়া হয়:

- (১) ব্যাংক হিসাব..... ডেবিট  
শেয়ার আবেদন হিসাব..... ক্রেডিট  
(শেয়ার প্রিমিয়ামের টাকাসহ)
- (২) শেয়ার আবেদন হিসাব..... ডেবিট  
শেয়ার মূলধন হিসাব..... ক্রেডিট  
শেয়ার অধিহার/প্রিমিয়াম হিসাব..... ক্রেডিট

(খ) যখন শেয়ার অধিহার বা প্রিমিয়ামের টাকা আবন্টন বা তলবের সাথে দেয়া হয়ঃ

- (১) শেয়ার আবন্টন/তলব হিসাব..... ডেবিট  
শেয়ার মূলধন হিসাব..... ক্রেডিট  
শেয়ার অধিহার/প্রিমিয়াম হিসাব..... ক্রেডিট
- (৩) ব্যাংক হিসাব..... ডেবিট  
শেয়ার আবন্টন/তলব হিসাব..... ক্রেডিট  
(শেয়ার প্রিমিয়ামের টাকাসহ)

#### ১৮। শেয়ার ও খণ্পত্রের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

নিচে শেয়ার ও খণ্পত্রের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করা হলো:

পার্থক্যের বিষয়	শেয়ার	খণ্পত্র
১। সংজ্ঞাগত	কোম্পানির মোট মূলধনকে নির্দিষ্ট এককে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করলে তার প্রত্যেকটিকে এক একটি শেয়ার বলে।	কোন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি যে দলিলের মাধ্যমে জনগণের নিকট থেকে খণ্প গ্রহণ করে উক্ত দালিলকে খণ্পত্র বলে।
২। প্রতিশব্দগত	শেয়ারের ইংরেজি প্রতিশব্দ Share	খণ্পত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ Debenture.
৩। জামানতগত	শেয়ারের বিলির সময় কোম্পানিকে জামানত দিতে হয় না।	খণ্পত্রে বিলির সময় কোম্পানিকে জামানত দিতে হয়।
৪। মালিকানাগত	শেয়ারের মালিকগণ কোম্পানির মালিক।	খণ্পত্রের মালিকগণ কোম্পানির মালিক নয়।
৫। ভোটাধিকারগত	শেয়ারের মালিকদের ভোটাধিকার থাকে।	খণ্পত্রের মালিকদের ভোটাধিকার থাকে না।
৬। লভ্যাংশগত	কোম্পানির লাভ না হলে শেয়ার মালিকগণ লভ্যাংশ পাবে না।	কোম্পানির লাভ না হলেও খণ্পত্রের মালিকগণ নির্দিষ্ট সুদ পেয়ে থাকেন।

উপরোক্তভাবে আমরা শেয়ার ও খণ্পত্রের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করতে পারি।

#### ১৯। কোম্পানির আর্থিক বিবরণী কাকে বলে?

উত্তর : হিসাববিজ্ঞানের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্দিষ্ট হিসাবকালের শেষে ব্যবসায়ের আর্থিক ফলাফল এবং হিসাবকালের শেষ দিনে কোম্পানির আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা। কোম্পানির লাভ-ক্ষতি, সংরক্ষিত তহবিল, সম্পদ দায়, শেয়ার মালিকদের মালিকানাস্থ ইত্যাদি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ জানার জন্য আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। এ ছাড়া আর্থিক বিবরণী হতে নির্দিষ্ট হিসাবকালের নগদ প্রবাহের গতি প্রকৃতি, মালিকানাস্থত্বের পরিবর্তনসমূহ-কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ ইত্যাদি তথ্য লাভ করা যায়। এসব বিবরণীতে প্রকাশিত তথ্যসমূহ হতে কোম্পানির

সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। যেমন, আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ করে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কোম্পানির ভবিষ্যৎ কর্মপথ নির্ধারণ করে থাকে, বিনিয়োগকারীরা তাদের বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করেন, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাসমূহ নিয়ন্ত্রণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং, কোম্পানির আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা জানার কাঠামোবদ্ধ সুশৃঙ্খল ধারাবাহিক প্রক্রিয়াকে কোম্পানির আর্থিক বিবরণী বলা হয়।

**১৬। কোম্পানির আর্থিক বিবরণীর উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা কর।**

উত্তরঃ কোম্পানির আর্থিক লেনদেনগুলোর সংক্ষিপ্ত ও সারাংশসূচক বিবরণীর নামই আর্থিক বিবরণী। একটি আর্থিক বছরব্যাপী কোম্পানিতে যেসব লেনদেন সংগঠিত হয় তাই আর্থিক বিবরণী, যা প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। কোম্পানির আর্থিক বিবরণীর উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

১। সিদ্ধান্ত গ্রহণে তথ্য প্রদান: কোম্পানির কোনো বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য তথ্য সরবরাহ করা আর্থিক বিবরণী তৈরির প্রধান উদ্দেশ্য। যেমন- বিনিয়োগ, খণ্ড এবং অনুরূপ ধরনের আরো অন্যান্য বিষয়ে কোম্পানির পরিচালনা পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন, যার জন্য আর্থিক বিবরণীর তথ্যের প্রয়োজন হয়।

২। কোম্পানির স্থায়ী সম্পদ সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ : কোম্পানির দৈনন্দিন সংঘটিত বিভিন্ন লেনদেন, ঘটনা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে সৃষ্ট স্থায়ী সম্পদ এবং এর উপর বিভিন্ন পক্ষের দাবির পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করাও আর্থিক বিবরণীর উদ্দেশ্য।

৩। ভবিষ্যতের নগদ প্রবাহ সম্ভাবনা পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ : কোম্পানির ভবিষ্যতে নগদ আন্তঃপ্রবাহ হতে পারে তার পরিমাপ সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করা আর্থিক বিবরণীর উদ্দেশ্য। ভবিষ্যতের নগদ প্রবাহ সম্পর্কিত তথ্য মূলত কোম্পানির বিভিন্ন বিনিয়োগকারী ও পাওনাদারদের অবহিত করার উদ্দেশ্যে পরিবেশিত হয়।

৪। তহবিল প্রাপ্তি ও এদের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য প্রদান : কোম্পানি বিভিন্ন উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করে তা কোম্পানির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করে। আর্থিক বিবরণীতে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তহবিল এবং এদের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করা হয়।

৫। পরিচালনাগত ফলাফল ও মুনাফা সম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তি : কোম্পানির পরিচালনাগত ফলাফল এবং মুনাফা সম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তির উদ্দেশ্য আর্থিক বিবরণী তৈরি করা হয়।

৬। ব্যাখ্যা ও নোট সংযোজন : আর্থিক বিবরণীর হিসাব তথ্য ব্যবহারকারীদের মধ্যে সকলের শিক্ষাগত যোগ্যতা সমান নাও থাকতে পারে। এজন্য হিসাব তথ্য ব্যবহারকারীরা যাতে আর্থিক বিবরণীর সামগ্রিক তাংপর্য বুঝতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও নোট সংযোজন করতে হবে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, কোম্পানির নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে আর্থিক বিবরণী তৈরির উদ্দেশ্য হল নির্ভরযোগ্য বিচারের জন্য যেসব তথ্যের প্রয়োজন তা সরবরাহ করা, এ ছাড়া কোম্পানির আর্থিক অবস্থা, ফলাফল এবং নগদ প্রবাহ সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করা।

**২০। বিশদ আয় বিবরণী কাকে বলে?**

উত্তরঃ বিশদ আয় বিবরণী আর্থিক বিবরণীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। যে বিবরণীর সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে প্রতিষ্ঠানের নিট লাভ বা ক্ষতি জানা যায় তাকে আয় বিবরণী বলা হয়।

প্রত্যেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন করা। সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে ব্যবসায়ের মালিক কিংবা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষ ব্যবসায়ের লাভ বা ক্ষতি জানতে চায়। হিসাবকালের শেষে মোট আয় হতে মোট ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তা লাভ, পক্ষান্তরে মোট আয় হতে মোট ব্যয় বেশী হলে নিট ক্ষতি হয়।

সংক্ষেপে বলা যায় যে- বিশদ আয় বিবরণী হল এমন একটি বিবরণী যাতে হিসাবকাল শেষে প্রতিষ্ঠানের লাভ বা ক্ষতি জানা যায়। বিশদ আয় বিবরণী দু প্রকার। যথা- ১) এক ধাপ বিশিষ্ট বিশদ আয় বিবরণী, ২) বহু ধাপ বিশিষ্ট বিশদ আয় বিবরণী।

**২১। মজুরি ও বেতন বলতে কী বুঝ?**

উত্তরঃ মজুরি মজুরি হলো শ্রমিকের দাম। কোনো শ্রমিক তাঁর শারীরিক ও মানসিক শ্রমের বিনিময়ে উৎপাদন কাজে সহায়তা করার জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়ে যে পারিশ্রমিক পান, তাকে মজুরি বলে।

অর্থনীতিবিদ কে কে ডুয়েট এ বিষয়ে বলেন, ‘শ্রমিকের সেবার বিনিময়ে যে দাম দেওয়া হয়, তাকেই মজুরি বলা হয়।’

অর্থনীতিবিদ ওরলের মতে, ‘দ্রব্যসমূহী ও সেবাকর্ম উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমিকের অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে যে পারিতোষিক দেওয়া হয়, তা-ই মজুরি।’

সুতরাং বলা যায়, উৎপাদন কাজে নিযুক্ত শ্রমিক তাঁর দৈহিক ও মানসিক শ্রমের বিনিময়ে বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে যে পারিশ্রমিক পান, তাকেই মজুরি বলে।

বেতনঃ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও সমমানের কাজের জন্য অফিসে কর্তব্যরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে কাজের অথবা মানসিক পরিশ্রমের বিনিময়ে নিয়োগকর্তা নির্দিষ্ট সময়ান্তে প্রদত্ত পারিশ্রমিককে বেতন বলা হয়। বেতন সাধারণত মাসিক ভিত্তিতে প্রদান করা হয়।

**২২। বেতন ও মজুরির উপাদানসমূহ আলোচনা কর।**

উত্তরঃ বেতন ও মজুরির সাধারণত তিনটি অংশ থাকে, যথা-

(ক) মোট বেতন ও মজুরি

(খ) মোট বেতন ও মজুরি হতে কর্তনসমূহ এবং

(গ) নিট বেতন ও মজুরি।

(ক) মোট বেতন ও মজুরি অংশ :

১। মূল বেতন বা মজুরি: সময় বা কার্যভিত্তিতে প্রদত্ত পারিশ্রমিককেই মূল বেতন বা মজুরি বলা হয়। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বেতনক্রমের ধাপ, যা উক্ত শ্রমিক কর্মচারীর জন্য প্রযোজ্য তা মূল বেতন বা মজুরি হিসেবে চিহ্নিত হয়। বর্তমানে শ্রমিক কর্মচারীদের যৌথ দরকার্যাকাষি ন্যূনতম মজুরি বোর্ড এবং বিভিন্ন শ্রমিক কল্যাণ আইনের বদৌলতে ও সরকারি নির্দেশে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক কর্মচারীগণ নির্ধারিত “সর্বনিম্ন মূল্য মজুরি গেয়ে” থাকে। অতএব, মজুরি ব্যয় আজকাল স্থায়ী ধরনের বেতন হিসাবে গণ্য করা হয়।

২। অতিরিক্ত সময় বা ওভারটাইম মজুরি : সাধারণত দৈনিক বা সাপ্তাহিক নির্ধারিত কাজের চেয়ে অতিরিক্ত কাজের জন্য যে মজুরি দেয়া হয়, তাকে ওভারটাইম মজুরি বলা হয়।

৩। বোনাস মজুরি: শ্রমিকদের দক্ষতা ও উদ্দীপনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারখানায় শ্রমিকগণ নির্দিষ্ট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারলে নির্ধারিত হারের যে অতিরিক্ত মজুরি পেয়ে থাকে, তাকে বোনাস মজুরি বলা হয়। এ ছাড়া ধর্মীয় উৎসবাদির অতিরিক্ত খরচ নির্বাহের জন্য বিভিন্ন ধরনের উৎসব বোনাস, যেমন- দুদ বোনাস, পূজা বোনাস ইত্যাদি দেয়া হয়।

৪। পরিপূরক সুবিধাদিঃ সরকারি নিয়মানুযায়ী বা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নিয়মানুযায়ী অথবা শ্রমিক সংঘ ও ব্যবস্থাপনা গোষ্ঠীর মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী শ্রমিক কর্মচারীদের মূল মজুরি বা বেতনের সাথে উৎপাদনের পরিমাণের সাথে সম্পর্কবিহীন যে সকল সুবিধা বর্তমানে বা ভবিষ্যতে প্রদেয় হয়, তাকে পরিপূরক সুবিধা বলা হয়। যেমন-

- (ক) যাতায়াত ভাতা বা বিনামূল্যে যানবাহন,
- (খ) বাড়ি ভাড়া বা বিনামূল্যে বাসস্থান,
- (গ) চিকিৎসাভাতা বা বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা,
- (ঘ) দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ,
- (ঙ) প্রভিডেন্ট ফাল্ড, যৌথবিমা, কল্যাণ তহবিল, গ্রান্টইটি ইত্যাদি সঞ্চয় তহবিলের প্রতিষ্ঠানের দান।

এ ধরনের সুবিধার কোন কোনটি মূল বেতন বা মজুরির সঙ্গে যোগ করে নগদে তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করা হয়। আবার কোনটি নির্দিষ্ট কালান্তে পরিশোধ করা হয়। আবার কোনটি কর্মচারীর পকেটে মোটেই যায় না বরং প্রতিষ্ঠান এটির খরচ বহন করে মাত্র।

(খ) কর্তনাদি : প্রতিষ্ঠানের নিয়মরীতি বা কর্মীর ইচ্ছানুসারে মোট অর্জিত বেতন বা মজুরি হতে এক বা একাধিক খাত বাবদ অর্থ কর্তন করা হয়। এই কর্তিত অংশ পরবর্তীকালে শ্রমিক কর্মচারীদের নিকট প্রদেয় দায় হিসাবে প্রতিষ্ঠানে জমা থাকে অথবা সরকারি কোষাগারে জমা দিতে প্রতিষ্ঠান বাধ্য থাকে। যেমন-

- ১। আয়কর
- ২। শ্রমিক সংঘের প্রাপ্তি
- ৩। প্রভিডেন্ট ফাল্ড কর্জ
- ৪। কল্যাণ তহবিল, যৌথবিমা, ডাক জীবন বিমা ইত্যাদি

(গ) নিট বেতন: মোট বেতন হতে বিভিন্ন কর্তনাদি বাদ দিয়ে নিট বেতন নির্ণয় করা হয়। অতঃপর নগদে বা চেকের মাধ্যমে নিট বেতন/মজুরি কর্মচারীকে পরিশোধ করা হয়।

২৩। মজুরি ও বেতন বিবরণী কী?

উত্তর কোনো নির্দিষ্ট সময় শেষে প্রতিষ্ঠান তার শ্রমিক-কর্মীদেরকে শ্রমের বিনিময়ে প্রদত্ত মজুরি ও বেতনের বিশদ বিবরণ সংবলিত যে তালিকা প্রস্তুত করে থাকে, তাকে বেতন ও মজুরি বিবরণী বলে। প্রত্যেক কর্মীর মোট বেতন বা মজুরি এবং কর্তনাদির বিবরণসহ প্রদত্ত নিট বেতন বা মজুরির যাবতীয় বেতন ও মজুরি বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত থাকে। অফিস কর্মীদের মাসান্তে মূল বেতন নিয়ে বেতন রেজিস্টার এবং শ্রমিক ও কর্মীদের ক্ষেত্রে সাধারণত সপ্তাহান্তে কাজের পরিমাণ, মজুরির হার, মোট মজুরি, কর্তনসমূহ, নিট মজুরি ইত্যাদি প্রদর্শন করে মজুরি বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। বেতন ও মজুরি ব্যয়কে নিয়ন্ত্রণ এবং তা হিসাবভুক্তির কাজে সহায়তাকল্পে প্রায়ই প্রতিষ্ঠানে বেতন ও মজুরি বিবরণী (Pay roll) প্রস্তুত করার জন্য একটি পৃথক বিভাগ থাকে। এ বিভাগকে Pay-roll Department বা বেতন মজুরি বিভাগ বলা হয়।

২৪। মজুরি ও বেতন হতে কী কী বিষয় কর্তন করা যায়?

উত্তর: প্রতিষ্ঠানের নিয়মরীতি বা কর্মীর ইচ্ছানুসারে মোট অর্জিত বেতন বা মজুরি হতে এক বা একাধিক খাত বাবদ অর্থ কর্তন করা হয়। এই কর্তিত অংশ পরবর্তীকালে শ্রমিক কর্মচারীদের নিকট প্রদেয় দায় হিসাবে প্রতিষ্ঠানে জমা থাকে অথবা সরকারি কোষাগারে জমা দিতে প্রতিষ্ঠান বাধ্য থাকে। যেমন-

- ১। আয়কর
- ২। শ্রমিক সংঘের প্রাপ্তি
- ৩। প্রভিডেন্ট ফাল্ড কর্জ
- ৪। কল্যাণ তহবিল, যৌথবিমা, ডাক জীবন বিমা ইত্যাদি

নিট বেতন: মোট বেতন হতে বিভিন্ন কর্তনাদি বাদ দিয়ে নিট বেতন নির্ণয় করা হয়। অতঃপর নগদে বা চেকের মাধ্যমে নিট বেতন/মজুরি কর্মচারীকে পরিশোধ করা হয়।

**নিয়মিত আপডেট পেতে HSC BMT ইউটিউব চ্যানেলটি সাবক্রাইব করে বেল বাটন বাজিয়ে রাখুন**

এই সাজেশনটি “**HSC BMT/এইচএসসি বিএমটি**” ইউটিউব চ্যানেল ব্যতীত অন্য কোন চ্যানেল বা পেইজ থেকে নিলে আপনি প্রতারিত হতে পারেন।

### প্রাপ্যসমূহের হিসাবরক্ষণ

হিসাববিজ্ঞানের কোন অংক ছবুল কর্ম আসবে না। ভালো ফলাফল করতে হলে অবশ্যই মূল বই থেকে শর্ট সিলেবাস অনুসারে বেশি বেশি অংক প্রাকটিস করতে হবে। এখানে কিছু অংক সমাধানসহ তুলে ধরা হলো। মূল বই থেকে আরও বেশি বেশি অংক করতে হবে।

১। যমুনা ট্রেডার্সের ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতের ক্রেডিট জের ৩,৭৫০ টাকা ছিল। এই বছর অনাদায়ী পাওনা ১,২৫০ টাকা ধার্য করার পর ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ সালে প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ ছিল ৫১,২৫০ টাকা। প্রাপ্য হিসাবের ১০% অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিত তৈরি করতে হবে।

করণীয়ঃ ক. জাবেদা দাখিলা, খ. অনাদায়ী পাওনা হিসাব, গ. অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিত হিসাব

#### (ক) সমাধানঃ

#### যমুনা ট্রেডার্স-এর

#### জাবেদা দাখিলা

তারিখ	হিসাবের খাতসমূহ	খ.প.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০২০ ডিসে-৩১	অনাদায়ী পাওয়া সঞ্চিত হিসাব  প্রাপ্য হিসাব  (যেহেতু অনাদায়ী পাওনা হিসাবভুক্ত করা হলো)		১,২৫০	১,২৫০
" ৩১	অনাদায়ী পাওনা হিসাব  অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিত হিসাব  (যেহেতু অনাদায়ী পাওনা স্থিত করা হলো)		২,৫০০	২,৫০০
" ৩১	আয় সারসংক্ষেপ হিসাব  অনাদায়ী পাওনা হিসাব  (অনাদায়ী পাওনাকে আয় সারসংক্ষেপ হিসাবে স্থানান্তর করা হলো)		২,৫০০	২,৫০০

#### (খ)

#### যমুনা ট্রেডার্স-এর

#### অনাদায়ী পাওনা হিসাব

তারিখ	বিবরণ	জাঃ পঃ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	উদ্ধৃত	
					ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০২০ ডিসে-৩১	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিত		২,৫০০		২,৫০০	
" ৩১	আয় বিবরণী			২,৫০০		

#### (গ)

#### যমুনা ট্রেডার্স-এর

#### অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিত হিসাব

তারিখ	বিবরণ	জাঃ পঃ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	উদ্ধৃত	
					ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০২০ জানু-০১	ব্যালেন্স বি/ডি					
ডিসে-৩১	অনাদায়ী পাওনা হিসাব			২,৫০০		৬,২৫০
" ৩১	প্রাপ্য হিসাব		১,২৫০			৫,০০০

উত্তরঃ অনাদায়ী পাওনা ২,৫০০ টাকা ও অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিত ৫,০০০ টাকা।

২। ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে মুন্ডী এন্ড কোং-এর অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিত ছিল ৩,৬০০ টাকা। ২০১৫ সালে প্রকৃত অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ ৪,০০০ টাকায় উপনীত হয়। ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে অনাদায়ী পাওনা ৪,০০০ টাকা সমন্বয় করার পর প্রাপ্য হিসাব ৫৬,০০০ টাকায় উপনীত হয়। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% হারে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিত রাখতে হবে।

#### করণীয়:

ক. মুন্ডী এন্ড কোং এর জাবেদা বই প্রস্তুত করুন।

খ. মুন্ডী এন্ড কোং এর অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিত হিসাব ও অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিত হিসাব তৈরি করুন।

মুন্ডী এন্ড কোং

জাবেদা বই

ক.

তারিখ	বিবরণ	খ: পৃ:	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১৫ ডিসে: ৩১	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিত হিসাব প্রাপ্য হিসাব (চলতি বছরের অবলোপনকৃত অনাদায়ী পাওনা হিসাবভুক্ত করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	৮,০০০	৮,০০০
" ৩১	অনাদায়ী পাওনা হিসাব অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিত হিসাব (অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিত সৃষ্টি হিসাবভুক্ত করা হলো)	ডেবিট ক্রেডিট	৩,২০০	৩,২০০
" ৩১	আয় সারাংশ হিসাব অনাদায়ী পাওনা হিসাব [অনাদায়ী পাওনা হিসাব বন্ধ করা হল।]	ডেবিট ক্রেডিট	৩,২০০০	৩,২০০

খ.

মুন্ডী এন্ড কোং-এর  
অনাদায়ী পাওনা হিসাব

ডেবিট	বিবরণ	জা: পৃ:	পরিমাণ (টাকা)	তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	পরিমাণ (টাকা)	ক্রেডিট
২০১৫ ডিসে: ৩১	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিত হিসাব		৩,২০০	২০১৫ ডিসে: ৩১	আয় সারাংশ হিসাব			৩,২০০

অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিত হিসাব

ডেবিট	বিবরণ	জা: পৃ:	পরিমাণ (টাকা)	তারিখ	বিবরণ	জা: পৃ:	পরিমাণ (টাকা)	ক্রেডিট
২০১৫ ডিসে: ৩১ ডিসে: ৩১	প্রাপ্য হিসাব ব্যালেন্স সি/ডি		৪,০০০ ২,৮০০ ৬,৮০০	২০১৫ জানু: ১ ডিসে: ৩১	ব্যালেন্স বি/ডি অনাদায়ী পাওনা হিসাব		৩,৬০০ ৩,২০০	৩,৬০০ ৩,২০০

২০১৬  
জানু: ১

ব্যালেন্স বি/ডি

৩। দিশা অ্যান্ড কোং এর ২০১৭ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে অনাদায়ী ও সন্দেহজনক খণ্ড সঞ্চিতের ক্রেডিট জের ১৫০০ টাকা ছিল। এই বছর মোট অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ ৭০০ টাকা ছিল। ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে প্রাপ্ত হিসাবের পরিমাণ ছিল ২৫৭০০ টাকা এবং প্রাপ্য হিসাবের ১০% সন্দেহজনক খণ্ডসঞ্চিত রাখতে হবে। ২০১৮ সালে মোট অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ ছিল ৫০০ টাকা এবং বছর শেষে প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ

ছিল ১০,০০০ টাকা। প্রাপ্য হিসাবের ৫% সন্দেহজনক খণ্ড সঞ্চিতি রাখতে হবে। উক্ত বছরগুলোর জন্য জাবেদা দাখিলা, অনাদায়ী পাওনা হিসাব এবং অনাদায়ী ও সন্দেহজনক খণ্ড সঞ্চিতি হিসাব তৈরি কর।

### সম্বন্ধ:

### দিশা এন্ড কোং-এর জাবেদা দাখিলা

তারিখ	হিসাবের খাতসমূহ	খঃ পঃ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১৭ তিস্রী ৩১	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব (প্রাপ্য হিসাব (যেহেতু, অনাদায়ী পাওনা হিসাবভুক্ত হলো।)		৭০০	৭০০
	অনাদায়ী পাওনা খরচ হিসাব অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব (যেহেতু, অনাদায়ী পাওনা সৃষ্টি করা হলো।)		১,৭৭০	১,৭৭০
	আয় সারসংক্ষেপ অনাদায়ী পাওনা খরচ (অনাদায়ী পাওনাকে আয় সারসংক্ষেপ হিসাবে স্থানান্তরের জন্য)		১,৭৭০	১,৭৭০
২০১৮ তিস্রী ৩১	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি প্রাপ্য হিসাব (অনাদায়ী পাওনা হিসাবভুক্ত করা হলো।)		৫০০	৫০০
	অনাদায়ী পাওনা খরচ অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি (নতুন সঞ্চিতি সৃষ্টির জন্য।)		১,৫৭০	১,৫৭০
	আয় সারসংক্ষেপ অনাদায়ী পাওনা খরচ (অনাদায়ী পাওনাকে আয় সারসংক্ষেপ হিসাবে স্থানান্তর করা হল)	মোট যোগফল =	১,৫৭০	১,৫৭০
			৭,৮৮০	৭,৮৮০

এই সাজেশনটি “HSC BMT/এইচএসসি  
বিএমটি” ইউটিউব চ্যানেল ব্যতীত অন্য কোন  
চ্যানেল বা পেইজ থেকে নিলে আপনি প্রতারিত  
হতে পারেন।

খতিয়ান  
অনাদায়ী পাওনা

তারিখ	হিসাব খাতসমূহ	জাঃ পঃ	পরিমাণ		উত্ত	
			ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১৭ ডিসেম্বর ৩১	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি আয় সারসংক্ষেপ		১,৭৭০	১,৭৭০	১,৭৭০	-
২০১৮ ডিসেম্বর ৩১	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি আয় সারসংক্ষেপ		১,৫৭০	১,৫৭০	১,৫৭০	১,৫৭০

অনাদায়ী পাওয়া সঞ্চিতি

তারিখ	হিসাব খাতসমূহ	জাঃ পঃ	পরিমাণ		উত্ত	
			ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
২০১৭ জানুয়ারি ১	ব্যালেন্স বি/ডি					১,৫০০
ডিসেম্বর ৩১	প্রাপ্য হিসাব		৭০০			৮০০
" ৩১	অনাদায়ী পাওনা খরচ			১,৭৭০		২,৫৭০
২০১৮ জানুয়ারি ১	ব্যালেন্স বি/ডি					২,৫৭০
ডিসেম্বর ৩১	প্রাপ্য হিসাব		৫০০			২,০৭০
" ৩১	অনাদায়ী পাওনা			১,৫৭০		৩,৬৪০

উত্তর : অনাদায়ী পাওনা ১৫৭০ টাকা এবং অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ৩,৬৪০ টাকা।

থসড়া :

২০১৭ সাল :

পুরাতন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	১,৫০০	টাকা
বাদ : অনাদায়ী পাওনা	৭০০	"
পুরাতন সঞ্চিতির জের	৮০০	টাকা
নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ১০% [২৫,৭০০ × ১০%]	২,৫৭০	টাকা
বাদ : পুরাতন সঞ্চিতির জের	৮০০	"
নতুন সঞ্চিতির প্রয়োজন	১,৭৭০	টাকা

২০১৮ সাল :

পুরাতন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	২,৫৭০	টাকা
বাদ : অনাদায়ী পাওনা	৫০০	"
পুরাতন সঞ্চিতির জের	২,০৭০	টাকা
নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ( $10,000 \times ৫\%$ )	৫০০	টাকা
(-) পুরাতন সঞ্চিতির জের	২,০৭০	"
নতুন সঞ্চিতির	১,৫৭০	টাকা

**অংশীদারি ব্যবসায়ের হিসাব**

১. ক, খ ও গ একটি অংশীদারি কারবারের তিনজন অংশীদার। ২০১৮ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে তাদের মূলধন ছিল : ক ১,০০,০০০ টাকা, খ ৯০,০০০ টাকা এবং গ ৮০,০০০ টাকা। গ সার্বক্ষণিক কাজের জন্য কারবার হতে মাসিক ৫০০ টাকা করে বেতন পাবে। বছরে সপ্তাহে মুনাফার আশায় ক ৭,০০০ টাকা, খ ৮,০০০ টাকা এবং গ ৫,০০০ টাকা কারবার হতে উত্তোলন করেছিল এবং তাদের এ উত্তোলনের উপর যথাক্রমে ১৭৫ টাকা, ১০০ টাকা এবং ১২৫ টাকা সুদ ধার্য করা হলো। অংশীদারগণের মূলধন ও উত্তোলনের উপর বার্ষিক ৫% হারে সুদ ধার্য করতে হবে। ২০১৮ সালের ১ জুলাই তারিখে ক তার সাথে মূলধন ছাড়াও ৫,০০০ টাকা কারবারে ঝণ্ডুরূপ সরবরাহ করে।

উপরি-উক্ত সময়সূচিতে সাধন করার পূর্বে ২০১৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কারবারের মুনাফা ৪৯,২৩০ টাকায় উপনীত হয়।

ক্রমাংক ০ /স্কোর্স স্লাইসার প্লটের সিস্টেম। /প্রাচীন স্লাইসার প্লটের সিস্টেম।

(ক)

**ক, খ ও গ-এর  
লাভ-লোকসান আবস্টন বিবরণী  
২০১৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য**

ডেবিট

ক্রেডিট

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
অংশীদারদের মূলধন হিসাব (মূলধনের সুদ)		লাভ-লোকসান হিসাব নিট মুনাফা	
ক ( $1,00,000 \times 5\%$ )	৫,০০০	অংশীদারদের মূলধন হিসাব ৪ (উত্তোলনের সুদ)	
খ ( $90,000 \times 5\%$ )	৪,৫০০	ক	১৭৫
গ ( $80,000 \times 5\%$ )	৪,০০০	খ	১০০
	১৩,৫০০	গ	১২৫
'গ'-এর মূলধন হিসাব বেতন ( $500 \times 12$ )	৬,০০০		৮০০
	১৫০		
'ক'-এর খণ্ড হিসাব (খণ্ডের সুদ)			
( $5,000 \times 6\% \times \frac{৬}{১২}$ )			
অংশীদারদের মূলধন হিসাব ৪ (মুনাফার অংশ) (নোট) :			
ক ( $\frac{১}{৩}$ )	৯,৯৯৩		
খ ( $\frac{১}{৩}$ )	৯,৯৯৩		
গ ( $\frac{১}{৩}$ )	৯,৯৯৪		
	২৯,৯৮০		
	৮৯,৬৩০		
			৮৯,৬৩০

নোট ৪ অংশীদারদের লাভ/লোকসান বট্টনের অনুপাত না থাকায় সমহারে বট্টন করা হলো।

(খ)

**অংশীদারদের মূলধন হিসাব**

ডেবিট

ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	ক	খ	গ	তারিখ	বিবরণ	ক	খ	গ	
২০১৮					২০১৮					
ডি-৩১	নগদান হিসাব (উত্তোলন)	৭,০০০	৮,০০০	৫,০০০	জানু-১	ব্যালেন্স বি/ডি	১,০০,০০০	৯০,০০০	৮০,০০০	
ডি-৩১	লাভ-লোকসান আবস্টন হিসাব : উত্তোলনের সুদ		১৭৫	১০০	ডি-৩১	লাভ-লোকসান আবস্টন হিসাব ৪ মূলধনের সুদ বেতন	৫,০০০	৪,৫০০	৪,০০০	
ডি-৩১	ব্যালেন্স সি/ডি	১,০৭,৮১৮	১,০০,৩৯৩	৯৪,৮৬৯		মুনাফার অংশ	৯,৯৯৩	৯,৯৯৩	৯,৯৯৪	
		১,১৪,৯৯৩	১,০৪৪৯৩	৯৯,৯৯৪			১,১৪,৯৯৩	১,০৪,৪৯৩	৯৯,৯৯৪	
					২০১৯	জানু-১	ব্যালেন্স বি/ডি	১,০৭,৮১৮	১,০০,৩৯৩	৯৪,৮৬৯

টত্ত্ব ৪ মুনাফার অংশ ক-৯,৯৯৩ টাকা, খ-৯,৯৯৩ টাকা, গ-৯,৯৯৪ টাকা। মূলধনের সমপৌর্ণ উত্তৃত্ব ক-১,০৭,৮১৮ টাকা, খ-১,০০,৩৯৩ টাকা এবং গ-৯৪,৮৬৯ টাকা।

২. হাসি, খুশি ও লাকী একটি অংশীদারি কারবারে তিনজন অংশীদার। তারা কারবারের লাভ-লোকসান যথাক্রমে

$\frac{1}{2} : \frac{3}{10} : \frac{1}{5}$  অনুপাতে বট্টন করে নেয়। ১লা জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে তাদের মূলধন ছিল যথাক্রমে ১,০০,০০০ টাকা, ৩০,০০০ টাকা ও ২০,০০০ টাকা। ব্যবসা হতে হাসি বার্ষিক ২৫,০০০ টাকা এবং লাকী মাসিক ১,৫০০ টাকা বেতন পাবে। ১লা জুলাই ২০১৮ তারিখে খুশি ব্যবসায়ে ৫০,০০০ টাকা খণ্ড প্রদান করে। অংশীদারগণ প্রতি মাসে ব্যবসা হতে নগদ ২,০০০ টাকা করে উত্তোলন করে। এ ছাড়াও হাসি ৬,৫০০ টাকার পণ্য উত্তোলন করে, যা হিসাবভুক্ত হয় নাই। লাকী ব্যবসার মাঝামাঝি সময় ৫,০০০ টাকা মূলধন সরবরাহ করে। মূলধনের সুদ ১০%। উপরোক্ত সমস্য সাধনের পূর্বে ব্যবসায়ের লাভ ২,৮৮,০০০ টাকার উপরীত হয়।

করণীয় ৪ (ক) ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে লাভ-লোকসান আবট্টন হিসাব। (খ) অংশীদারগণের মূলধন হিসাব।

(ক)

হাসি, খুশি ও লাকী-এর  
লাভ-লোকসান আবট্টন হিসাব

২০১৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

ডেবিট

ক্রেডিট

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
অংশীদারদের মূলধন হিসাব :			
(মূলধনের সুদ)			
হাসি $(1,00,000 \times 10\%)$	১০,০০০	নিট লাভ	২,৮৮,০০০
খুশি $(30,000 \times 10\%)$	৩,০০০	অংশীদারদের মূলধন হিসাব :	
লাকী $\left\{ \begin{array}{l} (20,000 \times 10\%) \\ +(5,000 \times 10\% \times \frac{6}{12}) \end{array} \right\}$	২,২৫০	পণ্য উত্তোলন :	
		হাসি	৬,৫০০
	১৫,২৫০		
খুশির খণ্ড হিসাব			
খণ্ডের সুদ $\left( \frac{50000 \times 6\% \times 6}{12} \right)$	১,৫০০		
অংশীদারদের মূলধন হিসাব :			
(বেতন)			
হাসি	২৫,০০০		
লাকী $(1,৫০০ \times ১২) =$	১৮,০০০		
	৪৩,০০০		
অংশীদারদের মূলধন হিসাব :			
(মুনাফার অংশ)			
হাসি $(2,৩৪,৭৫০ \times \frac{১}{২})$	১,১৭,৩৭৫		
খুশি $(2,৩৪,৭৫০ \times \frac{৩}{১০})$	৭০,৪২৫		
লাকী $(2,৩৪,৭৫০ \times \frac{১}{৫})$	৪৬,৯৫০		
	২,৩৪,৭৫০		
	২,৯৪,৫০০		
	২,৯৪,৫০০		

(খ)  
ডেবিট

## অংশীদারদের মূলধন হিসাব

ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	টাকা			তারিখ	বিবরণ	টাকা		
		হাসি	খুশি	লাকী			হাসি	খুশি	লাকী
২০১৮ ডিসেম্বর ৩১	নগদান হিসাব (উত্তোলন)	২৪,০০০	২৪,০০০	২৪,০০০	২০১৮ জানু-১	ব্যালেন্স বি/ডি	১,০০,০০০	৩০,০০০	২০,০০০
" ৩১	লাভ-স্লোকসাম আবস্ট্রন হিসাব পর্যায় উত্তোলন	৬,৫০০			জুলাই-১	নগদান (অতিরিক্ত মূলধন)			৫,০০০
" ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি	২,২১,৮৭৫	৭৯,৮২৫	৬৮,২০০	ডিসে-৩১	লাভ-স্লোকসাম আবস্ট্রন হিসাব মূলধনের সুদ বেতন	১০,০০০	৩,০০০	২,২৫০
		২,৫২,৩৭৫	১,০৩,৮২৫	৯২,২০০		মুনাফার অংশ	২৫,০০০	-	১৮,০০০
					২০১৯ জানু-১	ব্যালেন্স বি/ডি	১,১৭,৩৭৫	৭০,৮২৫	৮৬,৯৫০
							২,৫২,৩৭৫	১,০৩,৮২৫	৯২,২০০
							২,২১,৮৭৫	৭৯,৮২৫	৬৮,২০০

টাকা :

১। বস্টনযোগ্য মুনাফা বস্টনের অনুপাত নির্ণয় :

$$\text{হাসি} = \frac{১ \times ৫}{২ \times ৫} = \frac{৫}{১০}$$

$$\text{লাকী} = \frac{১ \times ২}{৫ \times ২} = \frac{২}{১০}$$

∴ হাসি : খুশি : লাকী = ৫ : ৩ : ২

$$\therefore \text{হাসি} = \frac{২,৪৩,৭৫০ \times ৫}{১০} = ১,১৭,৩৭৫ \text{ টাকা} . \quad \text{খুশি} = \frac{২,৪৩,৭৫০ \times ৩}{১০} = ৭০,৮২৫ \text{ টাকা} .$$

$$\text{লাকী} = \frac{২,৪৩,৭৫০ \times ২}{১০} = ৪৬,৯৫০ \text{ টাকা} .$$

উত্তর : মুনাফার অংশ : হাসি ১,১৭,৩৭৫ টাকা, খুশি ৭০,৮২৫ টাকা, লাকী ৪৬,৯৫০ টাকা।

মূলধন হিসাবের উত্তৃত্ব : হাসি ২,২১,৮৭৫ টাকা, খুশি ৭৯,৮২৫ টাকা, লাকী ৬৮,২০০ টাকা।

এই সাজেশনটি “HSC BMT/এইচএসসি  
বিএমটি” ইউটিউব চ্যানেল ব্যতীত অন্য কোন  
চ্যানেল বা পেইজ থেকে নিলে আপনি প্রতারিত  
হতে পারেন।

৩. ১ প্রভা, অর্থী ও সুকী একটি অংশীদারি কারবারের তিনজন অংশীদার। তারা কারবারের লাভ-লোকসান যথাক্রমে ২ : ২ : ১ অনুপাতে বণ্টন করে নেয়। ২০১৮ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে তাদের মূলধন ছিল : প্রভা-এর ৪০,০০০ টাকা; অর্থী-এর ৩০,০০০ টাকা এবং সুকী-এর ৫০,০০০ টাকা।

অংশীদারি চৃত্তিপত্রে এ মর্মে ধারা সন্তুষ্টিপূর্ণ আছে যে, প্রত্যেক অংশীদারদের মূলধন এবং উত্তোলন উভয়ের উপর বার্ষিক ১০% হারে সুদ ধার্য করতে হবে। সুকী তার সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনের জন্য কারবার হতে মাসিক ৫০০ টাকা করে বেতন পাবে।

২০১৮ সালের ১ জুলাই তারিখে অর্থী কারবারে ১০,০০০ টাকা ঝগড়কাপ আনয়ন করেছিল। বছরে অংশীদারগণের উত্তোলনের পরিমাণ ছিল প্রভা ৫,০০০ টাকা, অর্থী ৬,০০০ টাকা এবং সুকী ৪,০০০ টাকা। অংশীদারগণের উপরিউক্ত উত্তোলনের সুদ যথাক্রমে ২৫০ টাকা, ৩২৫ টাকা এবং ২২৫ টাকা সুদ নির্ধারণ করা হলো।

উপরিউক্ত সম্বন্ধ সাধন করার পূর্বে ২০১৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কারবারের লাভ ৩০,০০০ টাকায় উপনীত হলো।

তোমার করণীয় ৪ (ক) লাভ-লোকসান আবণ্টন হিসাব, (খ) অংশীদারগণের মূলধন হিসাব।

(ক)

প্রভা, অর্থী এবং সুকী-এর

লাভ-লোকসান আবণ্টন হিসাব

২০১৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

ডেবিট

ক্রেডিট

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
অংশীদারদের মূলধন হিসাব : (মূলধনের সুদ)		লাভ-লোকসান হিসাব (নিট মুনাফা) (উত্তোলনের সুদ)	৩০,০০০
প্রভা ( $80,000 \times 10\%$ )	৮,০০০	প্রভা	২৫০
অর্থী ( $30,000 \times 10\%$ )	৩,০০০	অর্থী	৩২৫
সুকী ( $৫০,০০০ \times 10\%$ )	৫,০০০	সুকী	২২৫
সুকীর মূলধন হিসাব (বেতন) ( $৫০০ \times ১২$ )	১২,০০০		
অর্থীর ঝণ হিসাব (ঝণের সুদ) ( $১০,০০০ \times ৬\% \times \frac{৬}{১২}$ )	৬,০০০		
অংশীদারদের মূলধন হিসাব : (মুনাফার অংশ)	৩০০		
প্রভা ( $\frac{২}{৫}$ )	৫,০০০		
অর্থী ( $\frac{২}{৫}$ )	৫,০০০		
সুকী ( $\frac{১}{৫}$ )	২,৫০০	১২,৫০০	
		৩০,৮০০	
			৩০,৮০০

(খ)

অংশীদারদের মূলধন হিসাব

ডেবিট

ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	প্রভা	অর্থী	সুকী	তারিখ	বিবরণ	প্রভা	অর্থী	সুকী
২০১৮					২০১৮				
ডিঃ ৩১	নথান হিসাব (উত্তোলন)	৫,০০০	৬,০০০	৮,০০০	জানুঃ ১	ব্যালেন্স বি/ডি	৪০,০০০	৩০,০০০	৫০,০০০
ডিঃ ৩১	লাভ-লোকসান আবণ্টন হিসাবঃ উত্তোলনের সুদ	২৫০	৩২৫	২২৫	ডিঃ ৩১	লাভ-লোকসান আবণ্টন হিসাবঃ মূলধনের সুদ	৮,০০০	৩,০০০	৫,০০০
" ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি	৪৩,৭৫০	৩১,৬৭৫	৫৯,২৭৫		বেতন	-	-	৬,০০০
		৪৯,০০০	৩৮,০০০	৬৩,৫০০	২০১৯	মুনাফার অংশ	৫,০০০	৫,০০০	২,৫০০
					জানুঃ ১	ব্যালেন্স বি/ডি	৪৯,০০০	৩৮,০০০	৬৩,৫০০
							৪৩,৭৫০	৩১,৬৭৫	৫৯,২৭৫

উত্তর : বণ্টনযোগ্য মুনাফা = ১২,৫০০ টাকা।

মুনাফার অংশ : প্রভা = ৫,০০০ টাকা, অর্থী = ৫,০০০ টাকা ও সুকী = ২,৫০০ টাকা।

মূলধন হিসাবের উত্তর : প্রভা = ৪৩,৭৫০ টাকা, অর্থী = ৩১,৬৭৫ টাকা, সুকী = ৫৯,২৭৫ টাকা।

টিকা : ঝণের সুদ উল্লেখ না থাকায় ৬% হারে করতে হবে।

**মৌখিক মূলধনী কোম্পানির মূলধন**

**শেয়ার ইস্যু**

১। যমুনা লিঃ ১০ টাকা মূল্যের ১,০০,০০০ খানি শেয়ারে বিভক্ত ১০,০০,০০০ টাকার অনুমেদিত মূলধনে নিবন্ধিত হলো। কোম্পানি ৬০,০০০ শেয়ার ১০% অধিহারের ইস্যু করে। শেয়ারের মূল্য আবেদনে ২ টাকা, আবটনে ৪ টাকা (অধিহারসহ), ১ম তলবে ৩ টাকা ও চূড়ান্ত তলবে ২ টাকা প্রদেয় ছিল। ৭৫,০০০ শেয়ারের আবেদন পাওয়া গেল। ৬০,০০০ শেয়ার আবন্টন করা হলো। অতিরিক্ত আবেদনের ১০,০০০ শেয়ারের টাকা ফেরত দেওয়া হলো এবং অবশিষ্ট আবেদনের টাকা আবন্টন হিসাবে সমন্বয়ের জন্য সংরক্ষিত হলো। আবন্টনের সব টাকা পাওয়া গেল। প্রথম তলব জারি করা হলে ৫০০ শেয়ার অনাদায়ী ব্যতীত প্রথম তলবের টাকা যথাসময়ে পাওয়া গেল। চূড়ান্ত তলব জারি করা হয় নাই।

করণীয় ৪ (ক) কোম্পানির হিসাব বইতে জাবেদা দাখিলা, (খ) ব্যাংক হিসাব এবং (গ) কোম্পানির উদ্ধৃতপত্র।

**সমাধান**

(ক)

**যমুনা লিমিটেড-এর**

**জাবেদা দাখিলা**

তারিখ	বিবরণ	থ.পু.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	ব্যাংক হিসাব শেয়ার আবেদন হিসাব (প্রতিটি শেয়ার ২ টাকা করে ৭৫,০০০ শেয়ারে আবেদনের টাকা পাওয়া গেল।)		ডেবিট ক্রেডিট	১,৫০,০০০ ১,৫০,০০০
	শেয়ার আবেদন হিসাব শেয়ার মূলধন হিসাব শেয়ার আবন্টন হিসাব ব্যাংক হিসাব (প্রতিটি শেয়ার ২ টাকা করে ৭৫,০০০ শেয়ার আবেদনের মধ্যে ৬০,০০০ শেয়ার আবেদনের টাকা মূলধন হিসাবে, ১০,০০০ খানি শেয়ারের টাকা ফেরত দেওয়া হলো এবং অবশিষ্ট ৫,০০০ খানি শেয়ার আবেদনের টাকা আবন্টনের সাথে সমন্বয় করা হলো।)		ডেবিট ক্রেডিট ক্রেডিট ক্রেডিট	১,৫০,০০০ ১,২০,০০০ ১০,০০০ ২০,০০০
	শেয়ার আবন্টন হিসাব শেয়ার মূলধন হিসাব শেয়ার অধিহার হিসাব (প্রতিটি শেয়ার ৪ টাকা এর মধ্যে ১ টাকা অধিহারসহ ৬০,০০০ খানি শেয়ার আবন্টনের টাকা শেয়ার মূলধন হিসাবে স্থানান্তর করা হলো।)		ডেবিট ক্রেডিট ক্রেডিট	২,৪০,০০০ ১,৮০,০০০ ৬০,০০০
	ব্যাংক হিসাব শেয়ার আবন্টন হিসাব (প্রতিটি শেয়ার ৪ টাকা করে শেয়ার অধিহারসহ ৬০,০০০ শেয়ার আবন্টনের পূর্বে আবেদনের সাথে প্রাণ্ড ২০,০০০ টাকা বাদে সমুদয় টাকা পাওয়া গেল।)		ডেবিট ক্রেডিট	২,২০,০০০ ২,২০,০০০
	শেয়ার প্রথম তলব হিসাব শেয়ার মূলধন হিসাব (প্রতিটি শেয়ার ৩ টাকা করে ৬০,০০০ শেয়ার প্রথম তলবের টাকা শেয়ার মূলধন হিসাবে স্থানান্তর করা হলো।)		ডেবিট ক্রেডিট	১,৮০,০০০ ১,৮০,০০০
	ব্যাংক হিসাব শেয়ার বকেয়া তলব হিসাব শেয়ার প্রথম তলব হিসাব (প্রতিটি শেয়ার ৩ টাকা করে ৫৯,৫০০ খানি শেয়ার প্রথম তলবের টাকা পাওয়া গেল।)		ডেবিট ডেবিট ক্রেডিট	১,৭৮,৫০০ ১,৫০০ ১,৮০,০০০

যমুনা লিমিটেড-এর

(খ)

ব্যাংক হিসাব

তারিখ	হিসাব ধাতসমূহ	জাঃ পঃ	পরিমাণ		উত্ত	
			ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
	শেয়ার আবেদন		১,৫০,০০০		১,৫০,০০০	
	শেয়ার আরণ্টন		২,২০,০০০		৩,৭০,০০০	
	শেয়ার প্রথম তলব		১,৭৮,৫০০		৫,৮৮,৫০০	
	শেয়ার আবেদন			১০,০০০	৫,৩৮,৫০০	

যমুনা লিমিটেড-এর

(গ)

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

..... ডিসেম্বর ..... সাল

বিবরণ	টাকা	টাকা
সম্পত্তিসমূহ :		
চলতি সম্পত্তি :		৫,৩৮,৫০০
ব্যাংক জমা		৫,৩৮,৫০০
মোট সম্পত্তি		
মূলধন ও দায় :		
অনুমোদিত মূলধন :		
প্রতিশেয়ার ১০ টাকা দরে ১,০০,০০০ শেয়ার	১০,০০,০০০	
ইস্যুকৃত ও বিলিকৃত মূলধন :		
প্রতি শেয়ার ১০ টাকা দরে ৬০,০০০ শেয়ার	৬,০০,০০০	
তলবকৃত মূলধন		
প্রতিশেয়ার ৮০ টাকা দরে ৬০,০০০ শেয়ার	৮,৮০,০০০	
আদায়কৃত মূলধন :		
তলবকৃত মূলধন	৮,৮০,০০০	
বাদ : অনাদায়ী তলব	১,৫০০	
শেয়ার অধিহার		৮,৭৮,৫০০
মোট সম্পত্তি		৬০,০০০
		৫,৩৮,৫০০

উত্তর : ব্যাংক জমার উত্তর ৫,৩৮,৫০০ টাকা, আর্থিক অবস্থার বিবরণীর যোগফল ৫,৩৮,৫০০ টাকা।

২। তাসনিম লিঃ ১০ টাকা মূল্যের ৪০,০০০ খানি শেয়ারে বিভক্ত ৪,০০,০০০ টাকা অনুমোদিত মূলধনে নিবন্ধিত হলো। কোম্পানি এর মধ্যে ৫০% শেয়ার ১০% বাট্টায় ইস্যু করল। শেয়ারের মূল্য নিম্নে বর্ণিত কিন্তিতে প্রদেয় ছিল; আবেদনে ৩ টাকা, আবস্টনে ৩ টাকা (বাট্টা ব্যতীত), প্রথম তলবে ২ টাকা ও চূড়ান্ত তলবে ১ টাকা।  
সকল শেয়ারের আবেদন ও আবস্টনের টাকা যথাসময়ে পাওয়া গেল। প্রথম তলব জারি করা হলে ৩০০ শেয়ারের টাকা অনাদায়ী থেকে যায় এবং ২০০ শেয়ারের চূড়ান্ত তলবের টাকা অগ্রিম পরিশোধ করে দেয়। এখনও চূড়ান্ত তলব জারি করা হয় নি।  
কর্তৃপক্ষ : (ক) কোম্পানির হিসাব বহিতে প্রয়োজনীয় জাবেদা।

(খ) ব্যাংক হিসাব।

(গ) কোম্পানির আর্থিক অবস্থার বিবরণী।

**সমাধান****তাসনিম লিঃ-এর****জাবেদা**

তারিখ	বিবরণ	ঢং পঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
	ব্যাংক হিসাব শেয়ার আবেদন হিসাব (প্রতি শেয়ার ৩ টাকা করে ২০,০০০ শেয়ার আবেদনের টাকা পাওয়া গেল)	ডেবিট ক্রেডিট	৬০,০০০	৬০,০০০
	শেয়ার আবেদন হিসাব শেয়ার মূলধন হিসাব (প্রতি শেয়ার ৩ টাকা করে ২০,০০০ শেয়ার আবেদনের টাকা মূলধন হিসাবে স্থানান্তর করা হলো।)	ডেবিট ক্রেডিট	৬০,০০০	৬০,০০০
	শেয়ার আবস্টন হিসাব শেয়ার অবহার হিসাব শেয়ার মূলধন হিসাব (প্রতিটি শেয়ার ৩ টাকা করে ১ টাকা অবহার ২০,০০০ শেয়ার আবস্টনের টাকা মূলধন হিসাবে স্থানান্তর করা হলো।)	ডেবিট ডেবিট ক্রেডিট	৬০,০০০ ২০,০০০	৮০,০০০
	ব্যাংক হিসাব শেয়ার আবস্টন হিসাব (প্রতি শেয়ার ৩ টাকা করে ২০,০০০ শেয়ার আবস্টনের টাকা পাওয়া গেল।)	ডেবিট ক্রেডিট	৬০,০০০	৬০,০০০
	শেয়ার প্রথম তলব হিসাব শেয়ার মূলধন হিসাব (প্রতি শেয়ার ২ টাকা দরে ২০,০০০ শেয়ার প্রথম তলবের টাকা মূলধন হিসাবে স্থানান্তর করা হলো।)	ডেবিট ক্রেডিট	৮০,০০০	৮০,০০০
	ব্যাংক হিসাব শেয়ার বকেয়া তলব হিসাব শেয়ার প্রথম তলব হিসাব (প্রতি শেয়ার ২ টাকা দরে ১৯,৭০০ শেয়ার প্রথম তলবের টাকা পাওয়া গেল।)	ডেবিট ডেবিট ক্রেডিট	৩৯,৪০০ ৬০০	৮০,০০০
	ব্যাংক হিসাব শেয়ার অগ্রিম তলব হিসাব (শেয়ার চূড়ান্ত তলবের টাকা অগ্রিম পাওয়া গেল।)	ডেবিট ক্রেডিট	২০০	২০০
	মোট যোগফল		৩,৮০,২০০	৩,৮০,২০০

(খ)

## তাসনিম লিমিটেড-এর

## ব্যাংক হিসাব

তারিখ	হিসাব ধোতসমূহ	জাঃ পঃ	পরিমাণ		উদ্ধৃত	
			ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)	ডেবিট	ক্রেডিট
	শেয়ার আবেদন		৬০,০০০		৬০,০০০	
	শেয়ার আবর্ণন		৬০,০০০		১,২০,০০০	
	শেয়ার প্রথম তলব		৩৯,৮০০		১,৫৯,৮০০	
	শেয়ার শেষ তলব		২০০		১,৫৯,৬০০	

(গ)

তাসনিম লিঃ-এর  
আর্থিক অবস্থার বিবরণী  
..... ডিসেম্বর ..... সাল

বিবরণ	টাকা	টাকা
সম্পত্তিসমূহ :		
চলতি মূলধন :		
ব্যাংক জমা	১,৫৯,৬০০	
শেয়ার অবহার	২০,০০০	
মোট সম্পত্তি	১,৭৯,৬০০	
মূলধন ও দায়সমূহ :		
অনুমোদিত মূলধন		
প্রতি শেয়ার ১০ টাকা করে ৮০,০০০ শেয়ার	৮,০০,০০০	
ইস্যুকৃত ও বিলিকৃত মূলধন :		
প্রতি শেয়ার ১০ টাকা করে ২০,০০০ শেয়ার	২,০০,০০০	
তলবকৃত মূলধন :		
প্রতি শেয়ার ১০ টাকা করে ২০,০০০ শেয়ার ৯ টাকা তলবকৃত	১,৮০,০০০	
আদায়কৃত মূলধন :		
তলবকৃত মূলধন	১,৮০,০০০	
বাদ : অনাদায়ী তলব	৬০০	
অগ্রিম তলব		১,৭৯,৮০০
মোট দায় ও মূলধন		২০০
		১,৭৯,৬০০

উত্তর : ব্যাংক জমা ১,৫৯,৬০০ টাকা এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীর যোগফল ১,৭৯,৬০০ টাকা।

৩। পাবনা ফ্লুড লিমিটেড; প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের ১,০০,০০০ শেয়ারে বিভক্ত মোট ১,০০,০০,০০০ টাকা অনুমোদিত মূলধনে নিরবন্ধিত হয়। কোম্পানি এর ৮০,০০০ শেয়ার প্রতি শেয়ারে ১০ টাকা অধিহারে আবন্টনের উদ্দেশ্যে ইস্যু করে।

শেয়ারের টাকা ও শেয়ার প্রতি আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা ২০ টাকা, আবন্টনে ৮০ টাকা (অধিহারসহ), প্রথম তলবে ২০ টাকা এবং চূড়ান্ত তলবে ৩০ টাকা প্রদেয়।

সর্বমোট ৯৫,০০০ শেয়ারের আবেদনপত্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৮০,০০০ শেয়ার যথারীতি আবন্টন করা হয়। ১০,০০০ শেয়ারের অতিরিক্ত আবেদনপত্রের টাকা ফেরত দেয়া হয়। অবশিষ্ট ৫,০০০ শেয়ারের অতিরিক্ত আবেদনের টাকা আবন্টন হিসাবে সমন্বিত করা হয়। আবন্টনের সমুদয় টাকা যথারীতি পাওয়া যায়, কিন্তু প্রথম তলব জারি করা হলে মোট ২,৫০০ শেয়ারের একজন মালিক তার শেয়ারগুলোর তলবের টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন। অপরদিকে ৪ জন শেয়ার মালিক সর্বমোট ৪,৫০০ শেয়ারের চূড়ান্ত তলবের টাকা প্রথম তলবের টাকার সঙ্গে অগ্রিম প্রদান করেন। এখনও চূড়ান্ত তলব জারি করা হয় নি।

### সমাধান (ক)

### পাবনা ফ্লুড লিমিটেড জাবেদা

তারিখ	বিবরণ	খঃ পঃ	ডেবিট	ক্রেডিট
	ব্যাংক হিসাব শেয়ার আবেদন হিসাব (প্রতি শেয়ার ২০ টাকা করে ৯৫,০০০ শেয়ার আবেদনের টাকা পাওয়া গেল।)	ডেবিট ক্রেডিট	১৯,০০,০০০	১৯,০০,০০০
	শেয়ার আবেদন হিসাব শেয়ার মূলধন হিসাব শেয়ার আবন্টন হিসাব ব্যাংক হিসাব (প্রতিটি শেয়ার ২০ টাকা করে ৯৫,০০০ শেয়ার আবেদনের মধ্যে ৮০,০০০ শেয়ার আবেদনের টাকা মূলধন হিসাবে ১০,০০০ খানি শেয়ার এর টাকা ফেরত দেয়া হল এবং ৫,০০০ খানি শেয়ার আবেদনের টাকা আবন্টনের সাথে সমন্বয় করা হল।)	ডেবিট ক্রেডিট ক্রেডিট ক্রেডিট	১৯,০০,০০০	১৬,০০,০০০ ১,০০,০০০ ২,০০,০০০
	শেয়ার আবন্টন হিসাব শেয়ার মূলধন হিসাব শেয়ার অধিহার হিসাব (প্রতিটি শেয়ার ৪০.০০ টাকা এর মধ্যে ১০ টাকা অধিহারসহ ৮০,০০০ খানি শেয়ার আবন্টনের টাকা শেয়ার মূলধন হিসাবে স্থানান্তর করা হল।)	ডেবিট ক্রেডিট ক্রেডিট	৩২,০০,০০০	২৪,০০,০০০ ৮,০০,০০০
	ব্যাংক হিসাব শেয়ার আবন্টন হিসাব (প্রতিটি শেয়ার ৪০ টাকা করে শেয়ার অধিহারসহ ৮০,০০০ শেয়ার আবন্টনের পূর্বে আবেদনের সাথে প্রাণ্ড ১,০০,০০০ টাকা বাদে সমুদয় টাকা পাওয়া গেল।)	ডেবিট ক্রেডিট	৩১,০০,০০০	৩১,০০,০০০
	শেয়ার প্রথম তলব হিসাব শেয়ার মূলধন হিসাব (প্রতিটি শেয়ার ২০ টাকা করে ৮০,০০০ শেয়ার প্রথম তলবের টাকা শেয়ার মূলধন হিসাবে স্থানান্তর করা হল।)	ডেবিট ক্রেডিট	১৬,০০,০০০	১৬,০০,০০০
	ব্যাংক হিসাব শেয়ার বকেয়া তলব হিসাব শেয়ার প্রথম তলব হিসাব শেয়ার অগ্রিম তলব হিসাব (প্রতিটি ২০ টাকা করে ৭৭,৫০০ খানি শেয়ার প্রথম তলবের টাকা ও ৪,৫০০ শেয়ার চূড়ান্ত তলবের টাকা প্রতিটি ৩০ টাকা করে অগ্রিম পাওয়া গেল।)	ডেবিট ডেবিট ক্রেডিট ক্রেডিট	১৬,৮৫,০০০ ৫০,০০০	১৬,০০,০০০ ১,৩৫,০০০

পাবনা ফুড কোম্পানি লিমিটেড-এর

ব্যাংক হিসাব

তারিখ	হিসাব খাতসমূহ	জাঃ পঃ.	পরিমাণ		উত্তৰ	
			ডেবিট	ক্রেডিট	ডেবিট	ক্রেডিট
	শেয়ার আবেদন		১৯,০০,০০০		১৯,০০,০০০	
	শেয়ার আবণ্টন		৩১,০০,০০০		৫০,০০,০০০	
	শেয়ার প্রথম তলব		১৫,৫০,০০০		৬৫,৫০,০০০	
	অধিম তলব		১,৩৫,০০০		৬৬,৮৫,০০০	
	শেয়ার আবেদন			২,০০,০০০	৬৪,৮৫,০০০	

(খ)

পাবনা ফুড কোম্পানি লিমিটেড-এর

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

..... ডিসেম্বর ..... সাল

বিবরণ	টাকা	টাকা
<b>সম্পত্তিসমূহ :</b>		
চলাতি সম্পত্তি :		
ব্যাংক জমা	৬৪,৮৫,০০০	
মোট সম্পত্তি	৬৪,৮৫,০০০	
<b>মূলধন ও দায় :</b>		
অনুমোদিত মূলধন :		
প্রতি শেয়ার ১০০ টাকা দরে ১,০০,০০০ শেয়ার	১,০০,০০,০০০	
ইস্যুকৃত ও বিলিকৃত মূলধন :		
প্রতি শেয়ার ১০০ টাকা দরে ৮০,০০০ শেয়ার	৮০,০০,০০০	
তলবকৃত মূলধন :		
প্রতি শেয়ার ৭০ টাকা দরে ৮০,০০০ শেয়ার	৫৬,০০,০০০	
আদায়কৃত মূলধন :		
তলবকৃত মূলধন	৫৬,০০,০০০	
বাদ : অনাদায়ী তলব	৫০,০০০	
শেয়ার অধিহার :		
অধিম তলব		৫৫,৫০,০০০
মোট সম্পত্তি		৮,০০,০০০
		১,৩৫,০০০
		৬৪,৮৫,০০০

উত্তর : ব্যাংক জমা ৬৪,৮৫,০০০; আর্থিক অবস্থার বিবরণী যোগফল ৬৪,৮৫,০০০

## বেতন ও মজুরি

**অংক-১:** ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে একটি কারখানায় ৩ জন শ্রমিকের মজুরি নিয়ে প্রদত্ত হলো:

বিবরণ	সাদা (টাকা)	কালো (টাকা)	লাল (টাকা)	নিল (টাকা)
মূল মজুরি	৭,২০০	৮,৮০০	৩,০০০	৩,৫০০
বাড়ি ভাড়া ভাতা (মূল বেতনের)	৮০%	৩০%	৫০%	৫০%
চিকিৎসা ভাতা	৩০০	২৫০	২৫০	১০০
মহার্ঘ ভাতা (মূল বেতনের)	২০%	২০%	২০%	২০%
বোনাস	৪০০	৩৫০	৩০০	৪০০
প্রতিডেন্ট ফাল্ডে জমা (মূল বেতনের)	১০%	১০%	১০%	১০%
ইউনিয়ন চাঁদা কর্তন	২০	২০	১০	১০

**মজুরি রেজিস্টার তৈরি কর।**

### সমাধানঃ

প্রতিষ্ঠানের নাম.....

মজুরি বেজিস্টার/মজুরি বিবরণী

বিভাগের নাম .....

মাস-এপ্রিল

সপ্তাহ-দ্বিতীয়

সাল-২০১৬

শ্রমিকদের বিবরণ				উপার্জন								কর্তন			নিট প্রদেয় মজুরি	প্রদা ন চেক নং	তারিখ সহ প্রাপকে র স্বাক্ষর
ক্রমি ক নং	শ্রমি কের নাম	পদবী ও কোড নং	স্বাভা বিক কর্মসূ চ্য	মূল মজুরি	বাড়ি ভাড়া ভাতা	চিকি ৎসা ভাতা	মহার্ঘ ভাতা	বোনা স	মোট উপার্জন	প্রতি ডেন্ট ফাল্ড	ইউনি য়ন চাঁদা	মোট কর্তন					
১	সাদা	শ্রমিক	...	৭২০০	২৮৮০	৩০০	১৪৪০	৪০০	১২২২০	৭২০	২০	৭৪০	১১৪৮০				
২	কালো	শ্রমিক	...	৮৮০০	১৪৪০	২৫০	৯৬০	৩৫০	৭৮০০	৮৮০	২০	৫০০	৭৩০০				
৩	লাল	শ্রমিক	...	৩০০০	১৫০০	২৫০	৬০০	৩০০	৫৬৫০	৩০০	১০	৩১০	৫৩৪০				
৪	নিল	শ্রমিক	...	৩৫০০	১৭৫০	২০০	৭০০	৪০০	৬৫৫০	৩৫০	১০	৩৬০	৬১৯০				
				১৮৫০০	৭৫৭০	১০০০	৩৭০০	১৪৫০	৩২২২০	১৮৫০	৬০	১৯১০	৩০৩১০				
-----				-----								-----			-----		
প্রস্তুতকারক				প্রধান হিসাবরক্ষক								ব্যবস্থাপক			ক্যাশিয়ার		

২। সাজিদ এবং সাকিব মেঘনা ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির দুইজন কর্মী। ২০২০ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে তাদের মজুরি সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপ:

	সাজিদ (টাকা)	সাকিব (টাকা)
মূল মজুরি	৬,০০০	৫,০০০
মহার্ঘ ভাতা (মূল মজুরির)	২০%	২০%
যাতায়াত ভাতা (মূল মজুরির)	১৫%	১৫%
চিকিৎসা ভাতা	৩০০	৩০০
ওভার টাইম ভাতা	৬০০	৫০০
অগ্রিম মজুরি কর্তন	২০০	৩০০
ভবিষ্যত তহবিলের চাঁদা (মূল মজুরির)	১০%	১০%
কল্যাণ তহবিলে চাঁদা কর্তন	২০	২০

করণীয়ঃ শ্রমিকদের প্রদেয় নিট মজুরি দেখিয়ে মজুরি বিবরণী তৈরি কর।

মেঘনা ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির  
ডিসেম্বর মাসের শেষ সঙ্গাহের  
মজুরি বিবরণী

মাস-ডিসেম্বর

সাল-২০২০

ক্রঃনং	কর্মচারীর নাম	উপার্জনসমূহ						কর্তনসমূহ				প্রদান চেক নং	তারিখসহ প্রাপকের স্বাক্ষর
		মূল মজুরি (টাকা)	মহার্ঘ ভাতা (টাকা)	যাতায়াত ভাতা (টাকা)	চিকিৎসা ভাতা (টাকা)	ওভার টাইম ভাতা (টাকা)	মোট উপার্জন (টাকা)	অগ্রিম মজুরি কর্তন (টাকা)	ভবিষ্যত তহবিলে চাঁদা কর্তন (টাকা)	কল্যাণ তহবিলে চাদা কর্তন (টাকা)	মোট কর্তন (টাকা)		
১.	সাজিদ	৬,০০০	১,২০০	৯০০	৩০০	৬০০	৯,০০০	২০০	৬০০	২০	৮২০	৮,১৮০	
২.	সাকিব	৫,০০০	১,০০০	৭৫০	৩০০	৫০০	৭,৫৫০	৩০০	৫০০	২০	৮২০	৬,৭৩০	
	মোট	১১,০০০	২,২০০	১,৬৫০	৬০০	১,১০০	১৬,৫৫০	৫০০	১,১০০	৮০	১,৬৪০	১৪,৯১০	

প্রস্তুতকারক

হিসাবরক্ষক

ব্যবস্থাপক

ক্যাশিয়ার

উত্তরঃ নিট মজুরিঃ সাজিদ ৮,১৮০ টাকা, সাকিব ৬,৭৩০ টাকা।

**৪. একটি অফিসের ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসের নিম্নলিখিত তথ্য হতে বেতন বিবরণী প্রস্তুত কর :**

- (ক) ৬,০০০ টাকা মাসিক বেতনের ৩ জন কর্মকর্তা।
- (খ) ৫,০০০ টাকা মাসিক বেতনের ৪ জন হিসাবরক্ষক।
- (গ) ৮,০০০ টাকা মাসিক বেতনের ৫ জন কর্মচারী।

এ ছাড়াও মূল বেতনের ৪০% বাড়িভাড়া ভাতা, ২০০ টাকা হারে চিকিৎসা ভাতা পান। প্রত্যেকের মূল বেতনের ১০% প্রতিডেন্ট ফান্ড জমা করেন। ৫% কল্যাণ তহবিল এবং আয়কর ২% হারে কর্তন করেন।

**পর্যায়বন (১)**বিভাগঃ .....  
বেতন বিবরণী

মাসঃ জানুয়ারি

সালঃ ২০২১

কর্মকর্তা/কর্মচারীর			উপার্জনসমূহ				কর্তনসমূহ				NIT	চেক নং	স্বাক্ষর
জরুরিক ক্র	পদবি ও কোড নম্বর	সংখ্যা	মূল বেতন	বাড়িভাড়া ভাতা	চিকিৎসা ভাতা	মোট উপার্জন	প্রতিডেন্ট ফান্ড	কল্যাণ তহবিল	আয়কর	মোট কর্তন	বেতন	চেক নং	
১।	কর্মকর্তা	৩	১৮,০০০	৭,২০০	৬০০	২৫,৮০০	১,৮০০	৯০০	৩৬০	৩,০৬০	২২,৭৪০		
২।	হিসাবরক্ষক	৪	২০,০০০	৮,০০০	৮০০	২৮,৮০০	২,০০০	১,০০০	৪০০	৩,৮০০	২৫,৮০০		
৩।	কর্মচারী	৫	২০,০০০	৮,০০০	১,০০০	২৯,০০০	২,০০০	১,০০০	৪০০	৩,৮০০	২৫,৬০০		
		মোট	৫৮,০০০	২৩,২০০	২,৮০০	৮৩,৬০০	৫,৮০০	২,৯০০	১,১৬০	৯,৮৬০	৭০,৭৪০		

প্রস্তুতকারক

প্রধান হিসাবরক্ষক

ব্যবস্থাপক

কোষাধ্যক্ষ

উত্তরঃ নিট প্রদেয় বেতনঃ কর্মকর্তা ২২,৭৪০ টাকা; হিসাবরক্ষক ২৫,৮০০ টাকা এবং কর্মচারী ২৫,৬০০ টাকা।

এই সাজেশনটি “HSC BMT/এইচএসসি বিএমটি” ইউটিউব চ্যানেল ব্যতীত অন্য কোন চ্যানেল বা পেইজ থেকে নিলে আপনি প্রতিরিত হতে পারেন।

যৌথ মূলধনী কোম্পানির আর্থিক বিবরণী

উদাহরণ-৫.১। মেঘনা লিঃ-এর নিম্ন প্রদত্ত রেওয়ামিল হতে ২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য—  
(ক) বিশদ আয় বিবরণী, (খ) রক্ষিত আয় বিবরণী, (গ) উক্ত তারিখে আর্থিক অবস্থান বিবরণী প্রস্তুত কর :

রেওয়ামিল

৩১ ডিসেম্বর ২০২০

বিবরণ	ভেটিট (টাকা)	বিবরণ	ক্রেডিট (টাকা)
কলকজা ও যন্ত্রপাতি	৮০,০০০	শেয়ার মূলধন (প্রতি শেয়ার ১০ টাকা মূল্যের ১০,০০০ শেয়ার)	১,০০,০০০
দালানকোঠা	৪০,০০০	বিক্রয়	৩,৬০,০০০
আসবাবপত্র	১০,০০০	প্রদেয় হিসাব	৭০,০০০
প্রারম্ভিক মজুদ	৩০,০০০	১০% ঝুঁপত্র	৬০,০০০
ক্রয়	২,২০,০০০	সাধারণ সংগঠিত	১৮,০০০
মজুরি	৯৪,০০০	রক্ষিত আয় (১-১-২০২০)	৮৮,০০০
আন্তঃফেরত	১,৬০০		
বেতন	৫৮,০০০		
সুনাম	২০,০০০		
বিজ্ঞাপন	১৬,০০০		
বহিঃপরিবহন	১,৮০০		
লভ্যাংশ প্রদান	১০,০০০		
প্রাপ্য হিসাব	২৯,৬০০		
নগদ তহবিল	৮১,৮০০		
	৬,৫২,০০০		
			৬,৫২,০০০

সমষ্টিসমূহ : ১। সমাপনী মজুদ পণ্য ১,৫০,০০০ টাকা । ২। বিজ্ঞাপন খরচের অর্ধাংশ পরবর্তী বছরের জন্য বিলম্বিত করতে হবে।  
৩। বেতন ৩,৫০০ টাকা বকেয়া রয়েছে। ৪। কলকজা ও যন্ত্রপাতির উপর ১০% অবচয় ধরতে হবে। ৫। প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫%  
হারে কুঁঝণ সংগঠিতের ব্যবস্থা কর। ৬। সাধারণ সংগঠিতে ২০,০০০ টাকা হ্রান্তির করতে হবে। [বিএম-২০২১]

**সমাধান :**

(ক)

**মেঘনা লিমিটেড-এর**

**বিশদ আয় বিবরণী**

২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

হিসাব শিরোনাম	টাকা	টাকা	টাকা
পরিচলন আয় :			
বিক্রয়		৩,৬০,০০০	
বাদ : ফেরত		১,৬০০	
বাদ : বিক্রিত পণ্যের ব্যয় :			৩,৫৮,৮০০
মজুদ পণ্য		৩০,০০০	
ক্রয়		২,২০,০০০	
মজুরি		৯৪,০০০	
বাদ : সমাপনী মজুদ পণ্য		৩,৮৮,০০০	
বাদ : পরিচলন ব্যয়		১,৫০,০০০	
বেতন			১,৯৪,০০০
যোগ : বকেয়া			১,৬৪,৮০০
বহিঃপরিবহন		৬১,৫০০	
বিজ্ঞাপন		১,৮০০	
বাদ : বিলম্বিত			
কুঁঝণ সংগঠিত		৮,০০০	
কলকজা ও যন্ত্রপাতির অবচয়		১,৮৪০	
বাদ : অপরিচলন ব্যয়		৮,০০০	
ঝুঁপত্রের সুদ			৮০,৩৮০
পরিচলন মুনাফা			৮৪,০২০
নিট আয়			৬,০০০
			৭৮,০২০

(খ)

সংরক্ষিত আয় বিবরণী  
২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

হিসাব শিরোনাম	টাকা	টাকা
রক্ষিত আয় (১-১-২০২০)		৮৮,০০০
(+) নিট আয়		৭৮,০২০
বাদ : বন্টনসমূহ		১,২২,০২০
লভ্যাংশ প্রদান	১০,০০০	
সাধারণ সংগ্রহিতে স্থানান্তর	২০,০০০	
সংরক্ষিত আয়ের উত্তৃত্ব (৩১-১২-২০২০)		৩০,০০০
		৯২,০২০

(গ)

মেঘনা লিমিটেড-এর  
আর্থিক অবস্থার বিবরণী  
২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

হিসাবের শিরোনাম	টাকা	টাকা	টাকা
কোম্পানির মালিকানাস্তু :			
শেয়ার মূলধন : ইস্যুকৃত, বিলিকৃত ও তলবকৃত		১,০০,০০০	
মূলধন ( $১০ \times ১০,০০০$ )	১৮,০০০		
সাধারণ সংগ্রহিত	২০,০০০		
যোগ : নতুন সংগ্রহিত		৩৮,০০০	
যোগ : সংরক্ষিত আয়ের উত্তৃত্ব		৯২,০২০	
দীর্ঘমেয়াদি দায় :			২,৩০,০২০
১০% খণ্পত্র			৬০,০০০
চলতি দায় :			
প্রদেয় হিসাব		৭০,০০০	
ঝণের সুদ		৬,০০০	
বকেয়া বেতন		৩,৫০০	
মোট দায় ও মালিকানাস্তু			৭৯,৫০০
স্থায়ী সম্পত্তি :			৩,৬৯,৫২০
কলকজা ও যন্ত্রপাতি	৮০,০০০		
বাদ : অবচয়	৮,০০০		
দালানকোঠা		৭২,০০০	
আসবাবপত্র		৮০,০০০	
সুনাম		১০,০০০	
		২০,০০০	
চলতি সম্পদ :			১,৪২,০০০
নগদ তহবিল		৮১,৮০০	
প্রাপ্য হিসাব			
বাদ : কুঞ্চণ সংগ্রহিত	২৯,৬০০		
	১,৮৮০		
বিলম্বিত বিজ্ঞাপন		২৮,১২০	
সমাপনী মজুদ পণ্য		৮,০০০	
		১,৫০,০০০	
মোট সম্পত্তি			২,২৭,৫২০
			৩,৬৯,৫২০

উত্তর : নিট আয় ৭৮,০২০ টাকা; সংরক্ষিত আয় বিবরণী ৯২,০২০ টাকা; আর্থিক বিবরণীর যোগফল = ৩,৬৯,৫২০ টাকা।

উদাহরণ-৫.২॥ সুরমা কোম্পানি লিঃ-এর অনুমোদিত মূলধন ১০,০০,০০০ টাকা, এতিটি ১০০ টাকা মূল্যে ১০,০০০ শেয়ারে বিভক্ত। কোম্পানি-এর ৮,০০০ শেয়ার ইস্যু ও বিলি করে। ২০১৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানির রেওয়ামিল নিম্নরূপ :

**সুরমা কোম্পানি লিমিটেড**

রেওয়ামিল

৩১ ডিসেম্বর ২০১৮

হিসাবের নাম	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
শেয়ার মূলধন :		
তলবকৃত ও আদায়কৃত মূলধন ৮,০০০ শেয়ার		৮,০০,০০০
৬% ঝণপত্র (০১-০১-২০১৮)		২,০০,০০০
প্রদেয় হিসাব		৬০,০০০
সুনাম	১,২৫,০০০	
১০% বিনিয়োগ	২,৮০,০০০	
সঞ্চিত তহবিল		৭০,০০০
কলকজা	৫,৫০,০০০	
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	৮০,০০০	
ক্রয়	৮,৮০,০০০	
বিক্রয়		৭,৫০,০০০
মজুরি	৬০,০০০	
বেতন	৫৫,০০০	
ভাড়া	৮৮,০০০	
ক্রয় পরিবহন	২৫,০০০	
ভ্রমণ খরচাবলি	১০,০০০	
আয়কর প্রদান	৩০,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	৭০,০০০	
অনাদায়ী পাওনা	৫,০০০	
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি		৮,০০০
নগদ তহবিল	২,৫০,০০০	
সংরক্ষিত আয়ের উদ্বৃত্ত (০১-০১-২০১৮)		৬০,০০০
	১৯,৮৮,০০০	১৯,৮৮,০০০

**সমস্যাসমূহ :**

- (ক) সমাপনী মজুদ পণ্য মূল্যায়ন করা হয়েছে ৯০,০০০ টাকা
- (খ) মজুরি ১০,০০০ টাকা এবং বেতন ৫,০০০ টাকা বকেয়া রয়েছে
- (গ) ভাড়া ৩,০০০ টাকা অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে
- (ঘ) প্রাপ্য হিসাবে ১০% অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি রাখতে হবে
- (ঙ) কলকজার উপর ৫% অবচয় ধরতে হবে
- (চ) শেয়ার মূলধনের ১০% লভ্যাংশ ঘোষণা করতে হবে এবং নিট লাভের ১০,০০০ টাকা সঞ্চিতি তহবিলে স্থানান্তর করতে হবে।

করণীয় : ২০১৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য—

- (i) বিশদ আয় বিবরণী
- (ii) সংরক্ষিত আয় বিবরণী
- (iii) আর্থিক অবস্থার বিবরণী।

[বিএম-২০১৯]

(i)

সুরমা কোম্পানি লিমিটেড

বিশদ আয় বিবরণী

২০১৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

হিসাব শিরোনাম	টাকা	টাকা	টাকা
পরিচালন আয় :			৭,৫০,০০০
বিক্রয়			
বাদ :			
বিক্রিত পণ্যের ব্যয় :		৮০,০০০	
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য		৮,৮০,০০০	
ক্রয়		২৫,০০০	
ক্রয় পরিবহন			
মজুরি			
(+ ) বকেয়া	৬০,০০০		
	১০,০০০		
বাদ :		৭০,০০০	
সমাপনী মজুদ পণ্য		৫,৭৫,০০০	
		৯০,০০০	
			৮৮,৫০০০
			২,৬৫,০০০
মোট মুনাফা			
বাদ :			
পরিচালন ব্যয় :			
বেতন	৫৫,০০০		
(+) বকেয়া	৫,০০০		
		৬০,০০০	
ভাড়া	৮৮,০০০		
(-) অধীম	৩,০০০		
		৮৫,০০০	
ক্রমণ খরচাবলি	৫,০০০		
অনাদায়ী পাওনা	৭,০০০		
(+ ) নতুন অনাদায়ী পাওনা সংগ্রহ	১২,০০০		
	৮,০০০		
(-) পুরাতন অনাদায়ী পাওনা সংগ্রহ		৮০০০	
		২৭,৫০০	
কলকজার অবচয় (৫%)			১,৪৬,৫০০
পরিচালন মুনাফা			১,১৮,৫০০
যোগ :			
অপরিচালন আয় :			
বিনিয়োগের অনাদায়ী সুদ			২৪,০০০
বাদ :			১,৪২,৫০০
অপরিচালন ব্যয় :			
খণ্ডপত্রের অনাদায়ী সুদ			১২,০০০
করপূর্ববর্তী নিট আয়			১,৩০,৫০০

(ii)

সংরক্ষিত আয় বিবরণী

২০১৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

হিসাব শিরোনাম	টাকা	টাকা
সংরক্ষিত আয় (০১-০১-২০১৮) :		৬০,০০০
যোগ :		১,৩০,৫০০
করপূর্ব নিট আয়		১,৯০,৫০০
বাদ :		
বণ্টনসমূহ :		
আয়কর প্রদান	৩০,০০০	
যোষগাকৃত লভ্যাংশ (১০%)	৮০,০০০	
সংগ্রহ তহবিল	১০,০০০	
		১,২০,০০০
সংরক্ষিত আয় (৩১-১২-২০১৮)		৭০,৫০০

(iii)

সুরমা কোম্পানি লিমিটেড-এর

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

৩১ ডিসেম্বর ২০১৮

হিসাব শিরোনাম	টাকা	টাকা	টাকা
চলতি সম্পত্তি :			
নগদ তহবিল	৭০,০০০	২,৫০,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	৭,০০০		
(-) অনাদায়ী পাওনা সংঘিত			
সমাপনী মজুদ পণ্য		৬৩,০০০	
অগ্রিম তাঁড়া		৯০,০০০	
বিনিয়োগের অনাদায়ী সুদ		৩,০০০	
স্থায়ী সম্পত্তি :		২৪,০০০	
কলকজা		৮,৩০,০০০	
(-) অবচয়			
দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ :			৫,২২,৫০০
১০% বিনিয়োগ			২,৪০,০০০
অলীক সম্পত্তি :			
সুনাম		১,২৫,০০০	
মোট সম্পত্তি		১৩,১৭,৫০০	
দায় ও মালিকানা স্বত্ত্ব :			
চলতি দায় ও ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা :			
বকেয়া মজুরি		১০,০০০	
বকেয়া বেতন		৫,০০০	
প্রদেয় হিসাব		৬০,০০০	
খণ্পত্রের বকেয়া সুদ		১২,০০০	
ঘোষণাকৃত লভ্যাংশ		৮০,০০০	
দীর্ঘমেয়াদি দায় :		১,৬৭,০০০	
৬% খণ্পত্র			২,০০,০০০
সংঘিত ও উদ্ধৃতি :			
সংঘিত তহবিল		৭০,০০০	
(+ ) চলতি বছরে স্থানান্তর		১০,০০০	
রক্ষিত আয়ের উদ্ধৃত (৩১-১২-১৮)		৮০,০০০	
৭০,৫০০			
শেয়ার মূলধন :		১,৫০,৫০০	
তলবকৃত ও আদায়কৃত মূলধন			৮০,০০০
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ত্ব			১৩,১৭,৫০০

উদাহরণ-৫.৩। এসিআই কোম্পানি লিঃ এর ২০১৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের রেওয়ামিল নিম্নরূপ :

এসিআই কোম্পানি লিঃ এর

রেওয়ামিল

৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮

হিসাব শিরোনাম	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	৬০,০০০	
পণ্য ক্রয় ও পণ্য বিক্রয়	৮,৫০,০০০	৭,৭৫,০০০
বিক্রয় ফেরত ও ক্রয় ফেরত	২৫,০০০	২০,০০০
মজুরি	৮০,০০০	
ক্রয় পরিবহন	১৫,০০০	
বেতন	৫০,০০০	
ভাড়া	২৪,০০০	
শেয়ার স্থান্তর ফিস		১০,০০০
অনাদায়ী পাওনা ও অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	৬,০০০	৮,০০০
প্রাপ্য হিসাব ও প্রদেয় হিসাব	৮০,০০০	৭০,০০০
প্রাপ্য নোট ও প্রদেয় নোট	৩০,০০০	১২,০০০
সুনাম	৬০,০০০	
যন্ত্রপাতি	২,৫০,০০০	
১৫% বিনিয়োগ	৮০,০০০	
নগদ তহবিল ও সঞ্চিতি তহবিল	১,৩০,০০০	৬০,০০০
সংরক্ষিত আয়ের উদ্বৃত্ত		৩৫,০০০
অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ	৩০,০০০	
লভ্যাংশ প্রদান	৮০,০০০	
আয়কর প্রদান	২০,০০০	
শেয়ার মূলধন (প্রতি শেয়ার ১০০ টাকা করে ৪,০০০ শেয়ার)		৪,০০,০০০
	১৩,৯০,০০০	১৩,৯০,০০০

#### সমন্বয় তথ্যাবলি :

- ১। সমাপনী মজুদ পণ্য মূল্যায়ন হয়েছে ৬০,০০০ টাকা।
  - ২। মজুরি ৮,০০০ টাকা ও বেতন ১০,০০০ টাকা বকেয়া এবং অধিম ভাড়া ৬,০০০ টাকা।
  - ৩। প্রাপ্য হিসাবের ৩,০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়, অবশিষ্ট প্রাপ্য হিসাবের উপর ৫% পাওনা সঞ্চিতি ধরতে হবে।
  - ৪। সুনাম ২৫% অবলোপন করতে হবে এবং যন্ত্রপাতির ওপর ১০% হারে অবচয় ধার্য করতে হবে।
  - ৫। নিট লাভের ৩০,০০০ টাকা সঞ্চিতি তহবিলে স্থানান্তর করতে হবে এবং আয়কর সঞ্চিতি রাখতে হবে ২০,০০০ টাকা।
- করণীয় : (ক) বিশদ আয় বিবরণী, (খ) সংরক্ষিত আয় বিবরণী, (গ) আর্থিক অবস্থার বিবরণী।

এই সাজেশনটি “HSC BMT/এইচএসসি  
বিএমটি” ইউটিউব চ্যানেল ব্যতীত অন্য কোন  
চ্যানেল বা পেইজ থেকে নিলে আপনি প্রতারিত  
হতে পারেন।

সমাধান (ক)

এসিআই কোম্পানি লিঃ এর

বিশদ আয় বিবরণী

২০১৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

হিসাব শিরোনাম	টাকা	টাকা
পরিচালন আয় :		
বিক্রয়	৭,৭৫,০০০	
বাদ : বিক্রয় ফেরত	২৫,০০০	
নিট বিক্রয়		৭,৫০,০০০
বাদ : বিক্রিত পণ্যের ব্যয় :		
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	৬০,০০০	
পণ্য ক্রয়	৮,৫০,০০০	
বাদ : ফেরত	২০,০০০	
মজুরি	৮,৩০,০০০	
যোগ : বকেয়া	৮০,০০০	
ক্রয় পরিবহন	৮৮,০০০	
বাদ : সমাপনী মজুদ	১৫,০০০	
মোট লাভ	৫,৫৩,০০০	
বাদ : পরিচালন ব্যয় :		
বেতন	৬০,০০০	
যোগ : বকেয়া	১০,০০০	
ভাড়া	২৪,০০০	
বাদ : অগ্রিম	৬,০০০	
অনাদায়ী পাওনা	১৮,০০০	
যোগ : নতুন পাওনা	৬,০০০	
যোগ : নতুন পাওনা সংধিগতি	৩,০০০	
বাদ : পুরাতন সংধিগতি	৯,০০০	
অবচয় : যন্ত্রপাতি ১০%	৩,৮৫০	
অবলোপন : সুনাম ২৫%	১২,৮৫০	
ব্যয়	৮,০০০	
মুনাফা	৮০,০০০	
যোগ : অপরিচালন আয় :		
শেয়ার হস্তান্তর ফি	১০,০০০	
অনাদায়ী বিনিয়োগের সুদ	১২,০০০	
করপূর্ব নিট আয়	২২,০০০	
বাদ : আয়কর সংধিগতি	১,৫৬,১৫০	
কর পরবর্তী নিট আয়	২০,০০০	
		১,৩৬,১৫০

(খ)

**সংরক্ষিত আয় বিবরণী**  
২০১৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

হিসাব শিরোনাম	টাকা	টাকা
সংরক্ষিত আয় (০১-০১-২০১৮)		৩৫,০০০
যোগ : চলতি সনের করপরবর্তী নিট আয়		১,৩৬,১৫০
		১,৭১,১৫০
বাদ : বট্টনসমূহ :		
অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ	৩০,০০০	
লভ্যাংশ প্রদান	৮০,০০০	
আয়কর প্রদান	২০,০০০	
সংগঠিত তহবিল	৩০,০০০	
		১,২০,০০০
সংরক্ষিত আয় (৩১-১২-২০১৮)		৫১,১৫০

(গ)

এসিআই কোম্পানি-এর  
আর্থিক অবস্থার বিবরণী  
৩১ ডিসেম্বর ২০১৮

হিসাব শিরোনাম	টাকা	টাকা
চলতি সম্পত্তি :		
নগদ তহবিল	১,৩০,০০০	
প্রাপ্য নেট	৩০,০০০	
প্রাপ্য হিসাব	৮০,০০০	
বাদ : অনাদায়ী পাওনা	৩,০০০	
	৭৭,০০০	
বাদ : নতুন পাওনা সংগঠিত	৩,৮৫০	
		৭৩,১৫০
অনাদায়ী বিনিয়োগের সুদ		১২,০০০
সমাপনী মজুদ পণ্য		৬০,০০০
অগ্রিম ভাড়া		৬,০০০
		৩,১১,১৫০
বিনিয়োগ :		৮০,০০০
১৫% বিনিয়োগ		
স্থায়ী সম্পত্তি :		
যত্নপাতি	২,৫০,০০০	
বাদ : অবচয় সংগঠিত	২৫,০০০	
	২,২৫,০০০	
সুনাম	৬০,০০০	
বাদ : অবলোপন	১৫,০০০	
	৪৫,০০০	
মোট সম্পদ		২,৭০,০০০
		৬,৬১,১৫০
চলতি দায় :		
প্রদেয় হিসাব	৭০,০০০	
প্রদেয় নেট	১২,০০০	
বকেয়া মজুরি	৮,০০০	
বকেয়া বেতন	১০,০০০	
আয়কর সংগঠিত	২০,০০০	
		১,২০,০০০

হিসাব শিরোনাম	টাকা	টাকা
কোম্পানি মালিকানাস্বত্ত্ব :		
শেয়ার মূলধন	৮,০০,০০০	
সঞ্চিত তহবিল	৬০,০০০	
যোগ & নতুন	৩০,০০০	
		৯০,০০০
সংরক্ষিত আয়		৫১,১৫০
		৫,৮১,১৫০
দায় ও মালিকানাস্বত্ত্ব		৬,৬১,১৫০

উত্তর : নিট আয় ১,৩৬,১৫০ টাকা, সংরক্ষিত আয় ৫১,১৫০ টাকা এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীর যোগফল ৬,৬১,১৫০ টাকা।

এই সাজেশনে যে অংকগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো শিক্ষার্থীদের ধারণার জন্য। পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে হলে অবশ্যই মূল বই থেকে বেশি বেশি অংক করতে হবে। অন্যথায় পরীক্ষায় ভালো ফলাফল সম্ভব নয়।